ইন্দুপ্রভা।

মীন-তত্ত্ব, গো-তত্ত্ব ও সারমেয়-তত্ত্ব প্রণেতা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী

প্রণীত।

৫১নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীমোহিনীমোহন মজুমদার দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা ;

৩৪নং বেণিয়াটোলা লেন, পটলডাঙ্গা,

রায়-বিভাকর যন্ত্রে,

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা

মুদ্রিত।

১২৯২।

ভূমিকা।

ইন্দুপ্রভা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহাতে সমাজের একখানি চিত্রপটের কিয়দংশ অঙ্কিত করিতে চেষ্টা পাওয়া গেল। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গ বিচার করিবেন।

এরূপ গ্রন্থ প্রণয়নে এই আমার প্রথম উদ্যম এজন্য গ্রন্থে বিস্তর ভ্রম থাকিবার সম্ভাবনা।

টাকী।
আষাঢ় ১২৯১ } শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভূমিকা	৯	আষাঢ়	৮ই আশ্বিন।
১	৪	বেএকালী	বেএকাশী
১২	১৮	সকলেই	সকলকেই
১৮	৩	বলিয়া কহিয়া	বলা কহায়
১৮	৫	হত্তবিলে	তহবিল
৩২	১০	পিতার	পিতার বিষয়
৫৪	২২	বাড়ী	বাড়ীতে
৫০	১৩	বাবুকে	বাবু
৫১	১৩	মিষ্ট মুখ খাউর	মিষ্ট মুহা দাউর
৫১	৬	পায়ীর	পায়ী
৯৬	৩	ভগী	ভগ্নী
৯৬	১৫	সাত	শত
৯৭	২	বিদপ	বিপদ

ইন্দুপ্রভা।

প্রথম অধ্যায়।

মুসলমান শাসন কালে পূর্ব্ব বঙ্গে কপোতাক্ষ নদী-তীরে বেত্রকালী নামে একটী সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। ঐ নগর মহারাজ মহেন্দ্র নাথ রায় বাহাদুরের রাজধানী। মুসলমান গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হইলে যৎকালে বৃটীস রাজ্য বঙ্গে বদ্ধমূল হয়, সেই সময় হইতেই মহেন্দ্র নাথের রাজ্যের অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে মহারাজের সুখ-শশী এক কালে অন্তর্দ্ধান হইলে বেত্রকালী ঘোর নৈশ অন্ধকারে বিলুপ্তপ্রায় হইল। রাজবংশ ধ্বংস হইয়া গেলে কালসহকারে রাজ-জ্ঞাতিগণ বাস জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে গমন পূর্ব্বক আপনাপন আবাস স্থাপন করিতে লাগিলেন।

বেত্রকালী নগর হইতে বিংশতি ক্রোশ দূরবর্ত্তী নন্দনপুর গ্রামে কৃষ্ণ প্রসাদ পালিত নামক এক ব্যক্তি ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষা পূর্ব্বক তৎকালীন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সরকারে চাকরি করিয়া সমধিক অর্থ

উপার্জ্জন করেন। কয়েক বৎসর কোম্পানির চাকরি দ্বারা কৃষ্ণ প্রসাদ এক জন সঙ্গতিশালী ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে অনেকগুলি প্রাচীন জমিদারের ভূসম্পত্তি, অপ্রদত্ত রাজস্ব আদায় জন্য কোম্পানি বাহাদুর জেলার কালেক্টার সাহেবগণকে নিলামে বিক্রয় করিতে আদেশ প্রদান করেন। কৃষ্ণ প্রসাদও এই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা বহুমূল্যের কয়েক খানি তালুক অতি সুলভ মূল্যে ক্রয় করিলেন। এই ঘটনার তিন চারি বৎসর পরে কৃষ্ণ প্রসাদ নিজ পদ হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক নন্দনপুর গ্রামে নিজ বাটীতে অবস্থান করিয়া বিষয় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণ প্রসাদ এক জন গণ্য, মান্য, ধনাঢ্য জমিদার মধ্যে পরিগণিত। তাঁহার এতাদৃশ অভ্যুদয় দর্শনে সাহায্য-প্রাপ্তি-আশায় ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে বিস্তর আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব নন্দনপুরে বাসের নিমিত্ত আগমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ প্রসাদও বিশেষ আগ্রহ সহকারে আগমনেচ্ছু গৃহস্থদিগকে বাসোপযোগ্য ভদ্রাসন বাটী এবং গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় স্বরূপ ব্রহ্মোত্তর ও মহাত্রাণাদি দান করিয়া স্বীয় মুক্তহস্ততার ও উদারতার সমূহ পরিচয় প্রদান করিলেন। নন্দনপুর গ্রাম খানি সমাগত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি নানা

জাতীয় সম্ভ্রান্ত বংশধরগণের আবাস ভুমি হওয়ায় এক অভুতপুর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। বহুসংখ্যক ভদ্র লোক এক গ্রামে বাস করায় গ্রামসমীপে রজক, নাপিত, তৈলকর, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, ধীবর প্রভৃতি নানা জাতীয় শ্রমজীবিগণও আসিয়া বাস করিতে লাগিল। এমন কি, কৃষ্ণপ্রসাদের জীবদ্দশাতেই নন্দনপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী কয়েক খানি গ্রাম জনাকীর্ণ ক্ষুদ্র নগরীতে পরিণত হইয়াছিল। কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রামস্থ জমিদার এবং স্বভাবতঃ সরল, শান্তপ্রকৃতি, পরহিত-ব্রত, ন্যায়পরায়ণ, মুক্তহস্ত ও উদারচিত্ত হওয়ায় অনতিবিলম্বেই তাঁহার যশোরাশি বঙ্গের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। সততই দূর দেশ হইতে অধ্যাপক পণ্ডিতবর্গ কৃষ্ণ প্রসাদের নিকট অর্থানুকুল্য জন্য নন্দনপুরে আগমন করিতেন। এই হেতু গ্রাম খানি নিয়তই পণ্ডিতগণে পরিপুর্ণ থাকিত। কৃষ্ণ প্রসাদের জীবন এই সমস্ত মহৎ ব্রত সাধন জনিত সুখ সচ্ছন্দে অতিবাহিত হইতে লাগিল। বার্দ্ধক্যাবস্থায় জাহ্নবীতীরে বাস এবং মহানগরী কলিকাতার আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন জন্য কৃষ্ণ প্রসাদ চিৎপুরে একটী মনোহর অট্টালিকা ক্রয় করিলেন। মধ্যে২ চিৎপুরে বাস করায় সহরস্থ অনেক সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশধরগণের সহিত কৃষ্ণ প্রসাদের আলাপ পরিচয়

এবং আত্মীয়তা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কৃষ্ণ প্রসাদের সত্যনিষ্ঠা এবং কর্ত্তব্য-পরায়ণতায় অনেকেই তাঁহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপনে সচেষ্ট হইলেন। কৃষ্ণ প্রসাদের এক মাত্র পুত্র হলধর পালিত দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে হিন্দু কালেজে অধ্যয়ন জন্য চিৎপুরের বাসা বাটীতে প্রেরিত হইলেন। হলধর বাল্যাবস্থা হইতেই বিদ্যাভ্যাসে তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না। পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইবার বাসনায় বিদ্যা শিক্ষায় সর্ব্বদাই অনাস্থা প্রদর্শন করিতেন। হলধর সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেই কৃষ্ণ প্রসাদ রামনগরের রাম তারণ সিংহের কন্যা কুমুদিনীর সহিত সমারোহ সহকারে পুত্রের শুভ পরিণয় সম্পন্ন করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

স্ত্রীয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ॥

নন্দনপুর গ্রাম হইতে দশ ক্রোশ দূরে রামনগর নামক গ্রামে রাম তারণ সিংহের পৈত্রিক বাস। রাম তারণ বাল্য কাল হইতেই পিতার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র থাকায় এবং অল্প বয়সে মাতৃবিয়োগনিবন্ধন বিদেশে গমন পূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা না করিয়া গ্রামস্থ

পাঠশালায় যতদূর সম্ভব, কাঠাকালী, হস্থলিপী, তেজা-রতি, মহাজনী, কিতেবতী বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া পৈত্রিক তেজারতি এবং জমাজমির তত্বাবধান করিতেন। গ্রামস্থ হরিশ্চন্দ্র করের কন্যার সহিত রামতারণের প্রথম বিবাহ হয়, কয়েক বৎসর পরে রামলোচন নামক এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। প্রথম বনিতার মৃত্যু হইলে নন্দনপুরের শান্তিরাম দত্তের কন্যার সহিত রামতারণের দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। এই বিবাহে এক মাত্র কন্যা কুমুদিনী জন্ম গ্রহণ করে। রামতারণ বার্দ্ধক্যাবস্থায় ভার্য্যার বশবর্ত্তী হইয়া রামলোচনের প্রতি অযত্ন প্রদর্শন করিতে থাকায় রামলোচন অনন্যউপায় হইয়া হলধর পালিতের আশ্রয়ে চিৎপুরের বাসা বাটীতে গমনপূর্ব্বক হিন্দু কালেজে বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

হলধরের সহিত কুমুদিনীর বিবাহের পরেও রামলোচন হলধরের আশ্রয়ে চিৎপুরের বাসায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। রামলোচন বাল্যকাল হইতেই অতিশয় চতুর ছিলেন। কুমুদিনীর বিবাহের তিন বৎসর পরে রামতারণের মৃত্যু হইল। পতি-বিয়োগবিধুরা সতী রমণী স্বামীর অনুগমনে সক্ষম না হইয়া দুই মাস পরেই মানবলীলা সম্বরন করিলেন। রামলোচন অগত্যা হলধরের সাহায্যের উপর সম্পূর্ণ

নির্ভর করিলেন। হলধরও রামলোচনকে সমধিক স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। এই ঘটনার চারি বৎসর পরে রামলোচনের বিবাহ হইল। রামলোচন সর্ব্বদাই হলধরের সন্নিকটে থাকায় ক্রমশঃ এক জন বিশ্বস্ত পাত্র মধ্যে পরিগণিত হইলেন। বাল্যকাল হইতে রামলোচনের আত্মাভিমান প্রকাশে সাতিশয় উৎসাহ দেখিয়া হলধর অনেক সময় তাহার সহিত ক্রীড়া কৌতুকে কাল যাপন করিতেন। চতুর রামলোচনও অলক্ষিত ভাবে ভগিনীপতির একমাত্র বিশ্বাস-পাত্র হইলেন। হলধরের দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। পুত্রদ্বয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের বিদ্যা শিক্ষার জন্য হলধর সপরিবারে চিৎপুরের ভবনে বাস করি-লেন। ঘটনাক্রমে হলধরকে নন্দনপুরে আগমনের আবশ্যক হওয়ায় প্রিয়তম রামলোচনের উপর পরিবার ও পুত্রদ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণ-ভার সমর্পণ করিতে হইল। রামলোচন ও হলধর অনেক সময় একত্রে আমোদ আহ্লাদে কাল যাপন করায় রাম-লোচন হলধরের প্রকৃতি যেরূপ অবগত ছিলেন, সেরূপ আর কেহই হইতে পারে নাই। কয়েক বৎসর পরে হলধরের মৃত্যু হইলে রামলোচন এই অতুল বৈভবের তত্ত্বাবধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হলধরের মৃত্যু সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিপ্রসাদের ষোড়শ বর্ষ

বয়ক্রম। রামলোচনের জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য এত দিন পরে সফল হইল। হলধরের প্রতি মৌখিক প্রণয় প্রদর্শন করিলেও রামলোচন মনে মনে তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন এবং নির্ব্বোধ বিবেচনায় স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির জন্য অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও হলধরকে সম্মাননা প্রদর্শন করিতেন। হলধর অতিশয় সরলপ্রকৃতি, সুতরাং প্রিয়জনের মনোগত ভাব পরিজ্ঞাত হইতে ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে রামলোচনকে আত্মীয় বোধে অযথা বিশ্বাস করিতেন। চতুর রামলোচন তাঁহার বিশ্বাসের কতদূর প্রতিফল প্রদান করিয়াছিলেন আমরা কিয়ৎ পরিমাণে পাঠকবর্গকে তাহার পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। জগতে ভিন্ন২ প্রকৃতির লোক পরিদৃষ্ট হয়, রামলোচনের চরিত্রের সহিত যদি পাঠকবর্গের কাহারো চরিত্রগত সামঞ্জস্য থাকে তাহার জন্য আমরা দায়ী নহি। সমাজে কি উপায়ে ঘৃণিত ও পাপী লোকেরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয় এবং তাহাদের পরিণামে কিরূপ অবস্থা ঘটে তাহাই বর্ণন করা আমাদের উদ্দেশ্য, অতএব পাঠকবর্গের নিকট আমাদের সানুনয়ে প্রার্থনা যে আখ্যায়িকা পাঠে কেহ যেন রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট না হন।

পিতৃবিয়োগান্তে হরিপ্রসাদ যৌবন মদে মত্ত

হইয়া সর্ব্বদাই নানা প্রকার অলীক আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিতেন, মামাবাবু রামলোচনও তাহাতে সমধিক উৎসাহ প্রদানে এক মুহূর্ত্তের জন্য ক্ষান্ত ছিলেন না। হরি প্রসাদের যৌবনাবস্থায় নন্দন-পুরস্থ অধিবাসিগণের শিরায় শিরায়, অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায়, আলস্য নিরুৎসাহ, ঔদাসীন্য এবং উদ্যমশূন্যতার যথেষ্ট পরিচয় প্রতি কার্য্যে, প্রতি অনুষ্ঠানেই সুন্দররূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইত।

হলধরের মৃত্যুর পর হইতেই সমাজের কত দূর অবনতি হইয়াছিল তাহা পাঠকবর্গকে সম্যক জ্ঞাপিত করা আমাদের সাধ্যাতীত। সত্যের এবং ব্যক্তিগত শিক্ষার একরূপ অভাব ছিল বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইত। রামলোচন স্বীয় অসীম চতুরতা এবং বুদ্ধি-কৌশলে হরি প্রসাদকে বিবিধ প্রকারে প্রলোভিত করিয়া রাখায় অবাধবাণিজ্যের ক্ষণমাত্র বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হইত না। হরিপ্রসাদ ধনমদে এবং যৌবনমদে ঘোরতর মত্ত। বৈষয়িক কার্য্য এক রূপ রামলোচনই সম্পন্ন করিতেন, কিন্তু অপ্রকাশ্যে। হরি প্রসাদকে কুপথগামী হইতে উত্তরোত্তর উৎসাহ প্রদান করাই রামলোচনের জীবনের সার উদ্দেশ্য, তাহা না হইলে স্বীয় যথেচ্ছাচারিতা-বৃত্তি পরি-চালনে চরিতার্থতা লাভের সম্ভাবনা কোথায়?

তৃতীয় অধ্যায়।

"জলবিন্দু নিপাতেন ক্রমশঃ পূর্য্যতে ঘটঃ।
স এব সর্ব্ব কার্য্যাণাং ধর্ম্মস্য চ ধনস্য চ॥"
আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে. প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে বা ম্রিয়তে যা স্ত্রী, সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥

হলধরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যপ্রসাদ বাল্যকাল হইতেই মামাবাবুর বাধ্য নহেন। কৈশোরে পদার্পণ করিয়া চিৎপুরস্থ ভবনে অবস্থানপূর্ব্বক হিন্দু কালেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন। বিদ্যার বিমল জ্যোতি সত্য-প্রসাদকে ভিন্নাকৃতি করিল। নববলে বলীয়ান, নবশক্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া বালক সিংহ-বিক্রমে দ্রুত-পাদ-বিক্ষেপে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। সর্ব্বদা সৎপথে বিচরণ করায় সত্যপ্রসাদের এক অপূর্ব্ব তেজ প্রকাশ পাইতে লাগিল। প্রকৃতি শান্ত ও গম্ভীর, চিত্ত উদার, হস্ত উপযুক্ত পাত্রে রিক্ত, হৃদয় দেশস্থ লোকের দুঃখে কাতর; সত্য প্রসাদ বাটী আগমন করিলে গ্রামস্থ বালক, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই তাঁহার প্রতি আদর ও যত্ন প্রদর্শন করিতেন। বিশ্ব-জনীন প্রীতি, নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষিতাদি সদ্গুণ যাঁহা-দের হৃদয় অধিকার করে, তাঁহারা যে সাধারণের স্নেহ ও ভক্তির পাত্র হইবেন তাহা আর বিচিত্র কি? গ্রামবাসী বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই সত্যপ্রসাদের

তেজে তেজীয়ান তাঁহার উত্তেজনায় উত্তেজিত, ও তাঁহার বাক্‌পটুতায় বিমোহিত হওয়ায় নিয়তই মঙ্গলকর কার্য্য-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া গ্রামের নানাবিধ হিতানুষ্ঠানে বদ্ধপরিকর হইলেন। তখন গ্রামখানি অভিনব আকার ধারণ করিল, গ্রামে যেন জীবনী শক্তির পুনঃসঞ্চার হইল, গ্রামস্থ যুবকগণ সত্যপ্রসাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া অলস ও নিশ্চেষ্ট গ্রামবাসিগণকে যেন পুনর্জীবিত করিলেন। উন্নতিশীল যুবকগণ দলবদ্ধ হইয়া রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির উপায় উদ্ভাবনে সততঃ সচেষ্ট হইলেন এবং নিরতিশয় যত্ন, উদ্যম ও চেষ্টার দ্বারা উক্ত প্রকার উন্নতিসাধনে আংশিক কৃতকার্য্য হইলেন। নন্দনপুরের যে সকল শিক্ষিত অধিবাসী কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গিয়া নিজ গ্রামের দুর্দ্দশা চিন্তাপূর্ব্বক নিতান্ত ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হৃদয়ে প্রবাসে কাল যাপন করিতেছিলেন, তাঁহারা এখন সত্যপ্রসাদের অকৃত্রিম স্বদেশ হিতৈষিতা, সভা-সংস্থাপনাদি সৎকার্য্যানুষ্ঠান এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনচেষ্টার কথা শ্রবণে স্যাতিশয় প্রীত হইয়া অযাচিত সাহায্য দ্বারা সত্যপ্রসাদকে বলীয়ান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বীয় কর্ত্তব্য জ্ঞান দ্বারা উত্তেজিত হইয়া সত্যপ্রসাদ নিদারুণ শ্রমেও কষ্ট বোধ করি-

তেন না। সত্যপ্রসাদ যে বাস্তবিক সম্মানের যোগ্য, মানবকুলের বরণীয়, ইহা দেশস্থ লোকের এক রূপ প্রতীতি হইয়াছিল। অসীম পরিশ্রম ও অক্লান্ত চেষ্টায় কাতর হইয়া সত্যপ্রসাদ কয়েক মাস শ্রমাপ-নোদন শান্তি ও বিশ্রাম লাভার্থ চিৎপুরে যাত্রা করি-লেন। বাটী হইতে শুভ যাত্রা করিয়া নদীপথে ভ্রমণ করাই শ্রেয় বোধে একখানি বজরায় আবশ্যকীয় ভৃত্য বর্গে পরিবৃত হইয়া মৃদু-মন্দ-গতিতে বজরাখানি পরিচালনা করিতে আদেশ করিলেন। সত্যপ্রসাদের বয়ক্রম তখন পঞ্চবিংশতি বৎসর মাত্র; তিনি কলি-কাতায় কালেজে অধ্যয়ন করেন। বাটী হইতে যাত্রা করিয়া সত্য প্রসাদের মন নানাবিধ চিন্তায় পরিপুর্ণ হইল। এক দিবস মৃদু-গতিতে গমন করিয়া সায়ং-কালে কপোতাক্ষ নদীর পার্শ্ববর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র খালে বজরা নোঙ্গর করা হইল। ঘটনা প্রযুক্ত মামা বাবুর পানসি চিৎপুর হইতে নন্দনপুরে আসিবার সময়েও এইস্থানে লাগান হইল। একাল পর্য্যন্ত মামা বাবুর পরিচয় না দিবার কারণ এই যে কালেজ বন্ধের পুর্ব্বেই সত্যপ্রসাদের ভয়েই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক,আমাদের মামা বাবু কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিতেন; কখন বা মপস্বল ভ্রমণে, কখন বা বন-বিহারে, কখন বা তীর্থপর্য্যটনে, কখন বা

গুরুভবনে, এই রূপে সত্যপ্রসাদের বাটী অবস্থান কাল পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে কালাতিপাত করিতেন। ঘটনা-ক্রমে অদ্য মামাবাবুর নৌকা সত্যপ্রসাদের বজরার সন্নিকটে। দেখা সাক্ষাৎ না করা নিতান্ত অভদ্র ব্যবহার বোধে বজরায় আগমন করিয়া সত্যপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে মামাবাবু পবিত্র চরিত্র সত্যপ্রসাদকে আন্তরিক ভয় করিতেন অথচ ঘৃণাও করিতেন। সত্যপ্রসাদের সৎস্বভাব, করুণ-হৃদয়, দয়া দাক্ষিণ্য ও নিষ্পাপ চরিত্র দর্শনে গ্রামস্থ সকলেই তাঁহাকে আদর, যত্ন, শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করিতেন, কিন্তু মামা বাবু ইহাকে ঘৃণা ও ভয় করিতেন কেন? ইহার পরিচয় বোধ করি পাঠক-বর্গকে প্রদান করিতে হইবে না, কারণ দুর্ব্বলচেতা, পাপাত্মা মন্দপ্রকৃতি লোকেরা সাধুস্বভাব, নির্ম্মল অন্তঃকরণ, উন্নতমনা ব্যক্তিমাত্রকেই এইরূপ ঘৃণা ও দ্বেষ, অথচ আন্তরিক ভয় করিয়া থাকে। জগতে পাপের তুল্য মহানর্থকারী পদার্থ কিছুই নাই। কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র সকলেই সমভাবে পাপ-স্পর্শ করিয়া থাকে, ইহার নিকট জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায়, ধন, মান, কুল, শীল, কিছুরই বিচার নাই। আবার শরীরে পাপ-স্পর্শ করিলে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোককেই সমভাবে দগ্ধ হইতে হয়। পাপের পরিণাম যে কিরূপ

ভয়ানক, তাহা সম্যক্ বর্ণন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে, তবে এইমাত্র সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে পাপরূপ বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাহারা একদা দেহ মন অপবিত্র করিয়া পুনরায় চেতনালাভ করিয়াছে, তাহারাই এই অনলের দাহিকা শক্তির পরিচয় অনেকাংশে পরিজ্ঞাত আছে। আমাদের মামা বাবু এই ভয়ানক পাপ-পাবকের এক জন ভুক্তভোগী। নিরন্তর পাপ কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া কি উপায়ে সমাজ বা দেশ মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইবেন, তজ্জন্য সততঃ ব্যাকুল, কি প্রকারে লোকের চিন্তা বিপথগামী করিবেন, কি রূপে লোকের কাছে তাঁহার গুহ্য রহস্য অনবগত থাকিবে ও তাঁহাকে এক জন সাধুপুরুষ বোধে তাঁহার প্রতি লোকে অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে সেই চিন্তায় নিয়ত ব্যাকুল। রামলোচনের চরিত্রের প্রতি সত্যপ্রসাদের বাল্যকাল হইতেই আন্তরিক ঘৃণা জন্মিয়াছিল, কালসহকারে বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহা বদ্ধমূল ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি অনেক সময় চিন্তা করিতেন যে এই সংসার পাপের স্থান, এখানে ধর্ম্মের-পরাজয় এবং অধর্ম্মের জয় পদে পদে ঘটিতেছে, এবং এই বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করায় ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের জয়পরাজয় প্রতি কার্য্যে বিশেষরূপ লক্ষ্য করিতেন, এবম্বিধ। চিন্তায় নিমগ্ন থাকায় তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মোন্নতির

দুর্দ্দমনীয় অভিলাষ সততই জাগরিত ছিল। গ্রাম খানিতে মামা বাবুর পরম পবিত্র চরিত্রের আদর্শক্রমে অন্যান্য যে কয়েক জন মহাত্মা এইরূপ পাপকলুষিত চরিত্রের লোক ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনে তিনি কখনই কুণ্ঠিত হইতেন না। অসীম ধীশক্তি এবং চিন্তাশীলতাপ্রযুক্ত নিজের মনোগত ভাব অনেক সময় গোপন করিতে চেষ্টা পাইতেন, সময়ে সময়ে আবশ্যক হইলে দুই এক জনকে নিতান্ত আত্মীয় বোধে তাঁহাদের নিকট নিজের গূঢ় মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। পণ্ডিতপ্রবর বিষ্ণুশর্ম্মার মহাবাক্যও সর্ব্বদা ভাবিতেন (ক)। অনেক সময় শিব বাক্যেও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে শ্রুত হওয়া যাইত। (খ) এই সকল বিষয়ের গভীর চিন্তায় তাঁহাকে প্রায়ই অনন্যমনা হইয়া থাকিতে হইত।

পক্ষান্তরে রামলোচন সততই সত্যপ্রসাদের মনস্তুষ্টির জন্য বিবিধ বৈধ এবং অবৈধ উপায় উদ্ভাবনেও অবলম্বন করিতে ক্ষণমাত্র বিরত ছিলেন না।

কিন্তু চতুর রামলোচন ইহা বিশদরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন যে "ভুজঙ্গানাং পয়ঃপানং কেবলং বিষ বর্দ্ধনং।"

(ক) অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ।
বঞ্চনামপমানঞ্চ মতিমান্ ন: প্রকাশয়েৎ॥

(খ) গোপনীয়ঃ প্রযত্নতঃ মাতৃ জার সমঃ সদা॥

বাস্তবিক রামলোচন দুর্ব্বিসহ সাক্ষাৎ কালান্তক কালোপম ভুজঙ্গ হইতেও সত্যপ্রসাদকে ভয় ও ঘৃণা করিতেন। এইরূপ অবস্থায় কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলে সহসা সেই দিন পরস্পরে দেখা সাক্ষাৎ হইয়া বজরায় কিরূপ কথোপকথন হইল তাহার যত দূর আমরা জ্ঞাত হইতে পারিয়াছি, তাহাই পাঠকবর্গের কুতূহল নিবারণার্থ যথাসাধ্য প্রকাশ করিলাম। সত্যপ্রসাদ পুস্তক হস্তে বজরায় কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। বজরাখানি কপোতাক্ষ নদীর তট সমীপে নোঙ্গর করিয়া রহিয়াছে। নৌকা হইতে রামলোচন বজরায় উঠিলেন। সত্যপ্রসাদ পূর্ব্ববৎ অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া আছেন।

রামলোচন বজরায় প্রবেশ করিয়াই, "আহা! সত্য প্রসাদের আর সে পূর্ব্বের ন্যায় রূপ লাবন্য নাই, শরীরে কান্তি নাই, ইহা দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হই-তেছে" এই স্নেহপূর্ণ বচন দ্বারা সত্যপ্রসাদের মনকে আকৃষ্ট করিলেন। সত্যপ্রসাদ শারীরিক কুশল ত?

সত্য প্রসাদ সচকিতে, কে, মামা বাবু? ভাল আছেন ত? বাসাবাটীর সমস্ত কুশল?

রামলোচন। হাঁ। আমাদের বাসার সকলের এক-রূপে কুশল বটে, কিন্তু—

সত্য। কিন্তু কেন, কাহারো ত কোন রূপ বিপদ উপস্থিত হয় নাই।

রামলোচন। মনোভাব গোপন করিতে চেষ্টা করিয়া, না, আর কাহার এমত কোন বিপদ হয় নাই, তবে আমাদের বাসার নিকট রাইপুর নিবাসী গোপাল বাবুর এক মাত্র কন্যা ইন্দুপ্রভা অতিশয় পীড়িতা, রক্ষা পাওয়া ভার।

সত্য। বলেন কি? ইন্দুর সঙ্কট পীড়া? কি পীড়া, চিকিৎসা করিতেছে কে? অদ্য এক সপ্তাহ হইল গোপাল বাবুর পত্র পাইয়াছি, কৈ, তাহাতে তো ইন্দুর পীড়ার কথার উল্লেখ মাত্র নাই। হঠাৎ এমন কি রোগ উপস্থিত হইল যে ইন্দুপ্রভা মুমূর্ষ। সরলান্তঃকরণ সত্য প্রসাদের এই রূপ চিত্তচাঞ্চল্য দর্শনে রামলোচনের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ক্রোধের কারণ পাঠক পরে অবগত হইবেন।

রাম। ইন্দুর শুনিলাম বায়ু রোগ উপস্থিত। সে দিবস ডাক্তার ওসানিসী সাহেব আসিয়া (Hysteria) হিষ্টিরিয়া রোগ স্থির করিয়াছিলেন। আজ কালকার বালিকারা অল্প বয়স হইতেই লেখা পড়া আরম্ভ করে, এই কারণেই এরোগের এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব; ইন্দুর বয়স এই সবে ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র, ইহার মধ্যেই সে পাঁচ ছয় খানি পুস্তক পড়ি-

য়াছে, সুতরাং হিষ্টিরিয়া রোগাক্রান্ত হওয়া তাদৃশ বিচিত্র নহে। যাহা হউক, রক্ষা যে ইন্দুর পিতা গোপাল বাবু এক্ষণে ছুটিতে আছেন, নতুবা যে কি দশা ঘটিত তাহা কে বলিতে পারে?

সত্য। ভাল! গোপাল বাবুর এই বিপদ দেখিয়া আপনি কি হিসাবে বাটী যাত্রা করিলেন।

রাম। (মনে ২, ক্ষণিক বিরক্ত হইয়া) প্রকাশ্যে কি করি, বাটী আগমন অনুচিত বোধেও যাত্রা করিতে বাধ্য হইলাম।

সত্য। কেন?

রাম। (মনে মনে, গোপাল বাবু উৎসন্ন যাউক, তাহাতে আমার বড় ক্ষতি) গত কল্য বাটীর পত্রে জানিলাম তোমাদের দেওয়ানের পরিবার নাকি পরলোক গত হইয়াছেন।

সত্য। অন্যমনস্ক হইয়া, ভাল মামা বাবু, দত্ত-দিগের নিকট আমাদের যে ৪০০০০ চল্লিশ হাজার টাকা দেনা আছে, তাহা পরিশোধের কি উপায় করিয়াছেন?

রাম। (মনে ২, দেনা শোধ, ঘর রক্ষা, তাহা আমার কুষ্ঠিতে লেখা নাই)

বাটী রওনা হইবার দুই দিবস পুর্ব্বে তাঁহাদের ভাগিনেয় শ্যামকিশোর বসুর সহিত এই বিষয়

লইয়া তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত কথোপকথন হইয়াছিল, তাঁহারা এক কালীন ব্যতীত টাকা লইতে অসম্মত, অনেক বলিয়া কহিয়া বিশ হাজার টাকা লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু সে পরিমাণ অর্থ তোমাদের হতবিলে আজ কাল মজুত নাই অথবা এক সময়ে সংগ্রহ হইবারও কোন উপায় দেখি না। এই দেনা ও বড় বাজারের মহাজনদিগের দেনা বিশ হাজার টাকা পরিশোধ হইলেই ভগবানের ইচ্ছায় তোমরা অঋণী হইতে পার। এই দুইটী দেনা পরিশোধ না হইলে তোমাদের সম্পত্তি রক্ষা হওয়া ভার। কি করি, তোমার দাদা আমার পরামর্শ শুনিবেনও না, তাঁহার ব্যয় ব্যসনও হ্রাস করিবেন না, সুতরাং দেনা বৃদ্ধি ব্যতীত পরিশোধ হইবার উপায় কি?

সত্য। (বিরক্ত হইয়া) অনর্থক দাদার দোষ দেন কেন? উহা আমাদের ভাগ্যের দোষ। তাহা না হইলে স্বর্গীয় পিতাঠাকুর মহাশয়ের স্বর্গ প্রাপ্তি হওয়ার পর হইতেই প্রতি বৎসর দেনা বৃদ্ধি হইতেছে, অথচ পরিশোধের কোন উপায় হইতেছে না।

রাম। এই সময় একটী গল্প না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, তোমার স্বর্গীয় পিতা ঠাকুর মহাশয়ের সহিত যে সময় আমি জিলা ফরিদপুরের নবাব সরকারে কোন বিশেষ প্রয়োজন উপলক্ষে যাই,

তৎকালে মীর আছরপ আলি সাহেবের নিকট এইরূপ কথা শুনিয়াছিলাম। মীর সাহেবের অনূ্যন তিন লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়; ফরিদপুরে অবস্থান কালে আমার সহিত বিশেষ দোস্তাই জন্মে, তাঁহার নিজের পরিচয় প্রদান উপলক্ষে ঠিক এইরূপ বলেন যে তাঁহার কর্ম্মচারীর দোষে দেনা পরিশোধ হয় না। সে দিবস পাথুরিয়াঘাটার বাবু দ্বারকা নাথ ঠাকুরের বৈষয়িক অবস্থার পরিচয়ও প্রায় এই রূপ শুনিলাম। সে দিবস তিনি প্রায় দুই ঘণ্টা আমার সহিত আলাপ করেন। না হবে কেন? বাল্য কালের আলাপ পরিচয়।

সত্য। বাধা দিয়া, আপনি কি দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহাধ্যায়ী ছিলেন।

রাম। সহাধ্যায়ী না হই, এক বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলাম।

সত্য। দ্বারকানাথ ঠাকুর কি হিন্দু কালেজে পড়িতেন?

রাম। মস্তক কণ্ডূয়ন পূর্ব্বক হিন্দু কালেজে না হউক, হেয়ার সাহেবের নিকট পড়িতেন।

সত্য। অপনিও কি মহাত্মা হেয়ার সাহেবের নিকট পড়িতেন।

রাম। (গদ গদ স্বরে), না পড়ি, মধ্যে মধ্যে

হেয়ার সাহেবের বাড়ী যাইতাম, তথায় দ্বারকানাথের সহিত আলাপ পরিচয় হয়।

সত্য। অন্য কথা থাকুক, জোয়ার হইল, আপনি বাড়ী যাইয়া যে গতিকে হউক কিছু টাকা চিৎপুরে অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন, আমি অদ্যাই তথায় রওয়ানা হইলাম।

চতুর্থ অধ্যায়।

নগৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।

বেলা অবসান। দিনমণি পশ্চিম গগন রঞ্জিত করিয়া কিয়ৎকাল যেন বিশ্রামের জন্য জগৎ অন্ধকার করিয়া যাইতেছেন, এই অপুর্ব্ব নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শন করিয়া জগতের জন সাধারণ বহুবিধ চিন্তায় ব্যাকুল। জীব জন্তুগণ সন্ধ্যা সমাগমে স্ব স্ব রাত্রি-যাপন-স্থান অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। গ্রাম্য পশুগণ প্রতিপালকের গৃহাভিমুখে প্রধাবিত। এই স্বাভাবিক সংস্কার গ্রাম্য পশুদিগের শৈশবাবস্থা হইতে জন্মিবার হেতু নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। সাধু ব্যক্তিগণ সন্ধ্যাকালীন উপাসনায় ব্যস্ত। বৈদিক কাল হইতেই সন্ধ্যার মাহাত্ম্য সমভাবে বিরাজিত। যুবকগণ সান্ধ্য বায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে রাত্রিকালের কর্ত্তব্য কার্য্যের

অবধারণ করিতেছেন। যুবতীগণ প্রিয়জন সন্দর্শনাশায় আনন্দে পুলকিত হইয়া স্ব স্ব গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি সত্বর সম্পাদন করিতেছে। নীচমনা দুষ্কর্ম্মশালী ব্যক্তিগণ রাত্রিকালে ঘোর তমসায় লুক্কায়িত হইয়া কোথায় কাহার দ্রব্যাদি অপহরণ, পরস্ত্রী গমন কিম্বা বারবিলাসিনী-ভবনে অলীক আনন্দে কালযাপন করিবে, তচ্চিন্তায় সমাসীন বা ব্যতিব্যস্ত. এবম্বিধ ও অন্যবিধ বহু প্রকার চিন্তায় সায়ংকালে সাধারণতঃ মানবের মন চিন্তাকুল হওয়ায় সন্ধ্যা কালটী কবিরা নানা প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন।

নদীতে জোয়ার হইলে নাবিকেরা প্রভুর আদেশ ক্রমে সহর কলিকাতাভিমুখে বজরা চালাইতে লাগিল। সত্য প্রসাদ তখন অনন্যমনে দ্বীপসন্নিধানে ইন্দুপ্রভার পিতার চিন্তায় সমাচ্ছন্ন। পাঠক এস্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ভাল, সত্যপ্রসাদ ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা ইন্দুপ্রভার পীড়ার সংবাদ শ্রবণে এতাধিক চিন্তিত, ইহার তাৎপর্য্য কি?

তাহার উত্তর এই যে ইন্দুপ্রভার পিতা গোপাল বাবুর সহিত কৃষ্ণপ্রসাদের বাল্য কাল হইতে বন্ধুত্ব থাকায়, কৃষ্ণপ্রসাদ প্রস্তাব করেন যে ইন্দুর সহিত সত্যপ্রসাদের শুভ পরিণয় সম্পাদন করেন। তদবধি উভয় পরিবার মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত

হওয়ায় উভয় বন্ধুর মধ্যে সদ্ভাব বহুল পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে কৃষ্ণপ্রসাদ অকালে কালকবলিত হওয়ায় স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন নাই। গোপাল বাবু প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুর পর হইতে সত্য প্রসাদকে অকৃত্রিম স্নেহ করিতেন এবং মধ্যে২ সত্য প্রসাদকে নিজ বাসায় আহারাদির জন্য অনুরোধ করিতেন, এমন কি সময়ে২ সত্য প্রসাদ গোপাল বাবুর বাসায় অবস্থান করিতেন।

গোপাল বাবুর অবস্থা তাদৃশ উন্নত না হইলেও সাংসারিক কোন ক্লেশ ছিল না। গোপাল বাবুর পরিবারের মধ্যে তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং একমাত্র কন্যা ইন্দুপ্রভা। গোপাল বাবু কয়েক বৎসর কলিকাতায় একটী সওদাগরের বাটীতে কেরাণীগিরি কার্য্যে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন, এক্ষণে আয়ের মধ্যে বিংশতি সহস্র মুদ্রার কোম্পানির কাগজ এবং চিৎপুরের ভদ্রাসন বাটী খানি। যশোহর জেলায় যদিচ আদিবাস, কিন্তু চাকরি উপলক্ষে বহুদিন কলিকাতায় অবস্থান করায় চিৎপুরের বাসভবনখানি ক্রয় করিয়াছিলেন।

সত্যপ্রসাদ চিৎপুরের বাটীতে উপস্থিত হইয়াই প্রধান কর্ম্মচারীকে ইন্দুপ্রভার পিতার জিজ্ঞাসা করিলেন। বাটীতে আসিয়াই এরূপ প্রশ্ন করায় কর্ম্মচারী কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং

তৎক্ষণাৎ গোপাল বাবুর বাটী যাইতে উদ্যত হইলেন, বুদ্ধিমান সত্যপ্রসাদ কর্ম্মচারীর ভাব দর্শনে অনুমান করিলেন যে কর্ম্মচারী ইন্দুর পীড়ার সংবাদ অনবগত। অন্য দুই এক কথার পর সত্যপ্রসাদ নিজেই গোপাল বাবুর বাটী গমন করিলেন। ইন্দুপ্রভা তখন পর্য্যন্ত রোগ শয্যায় শায়িত, ইন্দুর তৎকালীন অবস্থা সন্দর্শনে সত্যপ্রসাদ ক্ষণিক আশ্বস্ত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ ইন্দুর সহিত বাক্যালাপ করিয়া গোপাল বাবুর শয়ন কক্ষে গমন করিলেন।

সত্যপ্রসাদকে উপস্থিত দেখিয়া গোপাল বাবু তাঁহার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে ইন্দুর পীড়ার কথা সাঙ্গ হইলে সত্যপ্রসাদ নিজ ভবনে গমন করিতে উদ্যোগী হইলেন। সত্যপ্রসাদ সর্ব্বদাই ইন্দুকে দেখিতে আসিতেন। ইন্দুপ্রভাও দিন দিন স্বাস্থ্যলাভ করিতে লাগিল। এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে সত্যপ্রসাদ মাতার পত্রে অবগত হইলেন যে মামা বাবু প্রভৃতি গ্রামস্থ কয়েক জন উপস্থিত থাকিয়া গ্রামস্থ হরিমোহন বসুর কন্যা দীনতারিণীর সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। বিবাহ আগামী মাঘ মাসেই সম্পন্ন হইবে।

পত্রখানি পাঠ করিয়া সত্যপ্রসাদ অত্যন্ত বিরক্ত

ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বহুক্ষণ চিন্তার পর স্থির করিলেন, এবিষয় পিতৃবন্ধু গোপাল বাবুর সহিত পরামর্শ করা আবশ্যক। বাল্যাবস্থা হইতেই সত্য-প্রসাদ গোপাল বাবুকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তিনিও সত্যপ্রসাদকে সাতিশয় স্নেহ ও মমতা করিতেন, এরূপ স্থলে গোপাল বাবুর সহিত পরামর্শ করাই যুক্তিসিদ্ধ স্থির করিয়া মাতার এবং মামা বাবুর উভয় পত্রই লইয়া গোপাল বাবুর সহিত সাক্ষাৎ মানসে বাটী হইতে যাত্রা করিলেন।

গোপাল বাবুর বাটী উপস্থিত হইয়া এই ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, তিনিও এই সমস্ত মনো-যোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল, হরিমোহন বসুর সহিত তোমার মামা বাবুর কোন-রূপ সম্বন্ধ অছে কি ?

সত্য। আজ্ঞা আছে, হরিমোহন বাবুর প্রথম পুত্রের সহিত মামাবাবুর পিসতুতো ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছে। অপর গত বৎসর হরিমোহন বাবুকে মামা বাবু চারি সহস্র মুদ্রা ঋণ দান করিয়াছেন।

গোপাল বাবু এই উত্তর শ্রবণ করিয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন যে উপস্থিত বিবাহ সম্বন্ধ রাম-লোচনেরই অনুমোদিত এবং ইহাতে তাহার বিশেষ কোন অভিপ্রায় আছে।

সত্য। মহাশয়, রামলোচন অতিশয় মন্দপ্রকৃতির লোক, সে আমাকে হস্তগত করিবার জন্য যেরূপ বিবিধ প্রকারে চক্রান্ত করিতেছে, তাহা ভেদ করা একান্ত অসাধ্য হইল।

গোপাল। রামলোচনের চাতুরীর বিবরণ আমি অনেক অবগত আছি। এক সময় রামলোচন বাল্যকালে নিজ গ্রামের সন্নিকটে বারইয়ারি তলায় সংগীত শ্রবণে গমন করিয়াছে, আমিও তোমার স্বর্গীয় পিতার সহিত ঐ উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছিলাম; বারইয়ারি তলায় কয়েক সম্প্রদায় বাই এবং খেমটা উক্ত উৎসবে নৃত্য গীত করিতে আসিয়াছিল, রাত্রি প্রায় সার্দ্ধ দুই প্রহরের সময় রামলোচন দুই তিন জন বাবু সমভিব্যাহারে সভা সমীপে স্বতন্ত্র স্থানে আসন গ্রহণ করিল। প্রায় এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া যখন দেখিল যে বাই কি খেমটাওয়ালি কেহই তাহার নিকট গমন করে না, তৎকালে স্বীয় অদ্ভুত চতুরতা প্রকাশে রামলোচন ক্ষান্ত হইল না; বাইগণ যে সময় অন্য দিকে সংগীত করে অমনি রামলোচন তারস্বরে তাহাদিগকে ৫।৭ টাকা পারিতোষিক বিতরণ করার অঙ্গীকার করে, দুই তিনবার এইরূপ চীৎকার করিলে সভার সমস্ত লোক একবারে নিস্তব্ধ হইল। তখন তোমার

পিতার ইঙ্গিত ক্রমে নর্ত্তকীগণ রামলোচন অভিমুখে গমনপূর্ব্বক স্ব স্ব গুণের পরিচয় দিতে লাগিল, রামলোচনও তাহাদিগকে পারিতোষিক দানের অঙ্গীকার করিয়া তৃপ্ত ও উৎসাহিত করিতে লাগিল। এইরূপে রাত্রি প্রভাত হইবার উপক্রম হইলেই রামলোচন প্রচ্ছন্ন ভাবে তথা হইতে নিজ বাটীতে প্রস্থান করিল। কিয়ৎকাল পরে বিভাবরি প্রভাতা সময়ে সভা ভঙ্গের অনতিবিলম্বেই নর্ত্তকী ও বাইগণ দলবদ্ধ হইয়া রামলোচনের গৃহাভিমুখে প্রধাবিত হইল। সকলেই গত যামিনীর অঙ্গীকৃত পারিতোষিক প্রাপ্তি বাসনায় সাতিশয় উল্লাসিত; কেহ বা একশত, কেহ বা দুইশত; এইরূপ পারিতোষিক প্রাপ্তির আশায় সকলেই হৃষ্টচিত্ত, কেহ বা রামলোচনের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত; যে কোন বর্ষীয়সী রমণীর ভাগ্যে রামলোচনের সহিত বাক্যালাপ ঘটিয়াছিল, সে তাহাই স্মরণ করিয়া তাহার বাক্‌পটুতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে আনন্দভরে উচ্চ হাস্য করিয়া নিকটস্থ নারীগণকে বহু বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল। এইরূপ বিবিধ উপায়ে অনেক দূর গমন করিয়া রামলোচনের প্রাঙ্গন সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। রামলোচন এই আকস্মিক বিপৎপাতের ভাবী সম্ভাবনার বিষয় ক্ষণমাত্রও চিন্তা না করিয়া, নিজ

তৃণাচ্ছাদিত মনোহর কুটীরে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন ; না হইবে কেন ! লোকটা বাল্যকাল হইতেই পরম সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিবাহিত করিয়াছে। সহসা প্রাঙ্গনে বহুলোকের সমাগম-জনিত কোলাহল কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চেতনা লাভ করিয়াই পূর্ব্ব রজনীর চতুরতার পরিণাম হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইল, এবং শয্যায় বসিয়া আশু উপদ্রব শান্তির বিবিধ উপায় অবধারণ করিতে লাগিল। ক্রমে বেলা প্রায় চারি ঘটিকা উত্তীর্ণ হইলে পারিতোষিকপ্রার্থিনী জনৈক প্রাচীনা রমণী মৃদুমন্দ স্বরে গৃহস্বামীর উদ্দেশে সাদর আহ্বান করিতে লাগিল। এ অবস্থায় অবরুদ্ধ কুটীরে নিশ্চিন্ত থাকিলে যদি পল্লীস্থ লোকে স্বীয় গুহ্য রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হয়, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া ব্যস্ততা সহকারে দ্বার উন্মোচন করিল, এবং সাতিশয় সতর্ক হইয়া বহির্দেশে আগমন পূর্ব্বক একখানি পৈত্রিক প্রস্তরাসনে সমাসীন হইল।

ভৃত্যের নাম উল্লেখ করিয়া দুই একবার উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ভৃত্যাভাবে স্বয়ং কুটীরস্থিত একটী সুদীর্ঘ নল সংযুক্ত তাম্রকুট-সেবনাধার হস্তে করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কিয়ৎকাল এই ভাবে অতীত হইলে আগন্তুকের মধ্যে এক জন বৃদ্ধা নর্ত্তকী গাত

রজনীর অঙ্গীকৃত পারিতোষিকের বিষয় প্রস্তাব করিল, রামলোচন গত রজনীর রাগ রাগিণীর ও নৃত্যের ভাব ভঙ্গীর বিষয় বহুবিধ প্রশংসা করিল, ক্রমে নর্ত্তকীগণের অধীর ভাব দর্শনে তাহাদের আগমনের হেতু অবগত হইবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল। তাহাতে সকলেই এককালে অঙ্গীকৃত পুরস্কারের অর্থ প্রাপ্তি বাসনায় প্রাতেই তৎসন্নিধানে আগমন ও সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার বিষয় জ্ঞাপিত করিল। রামলোচন তখন বলিয়া উঠিল, দেখ গত রজনীতে তোমরা নৃত্য-গীত দ্বারা আমাকে এতাধিক প্রোৎসাহিত করিয়া-ছিলে যে আমি আনন্দ ভরে কাহাকে কত সংখ্যক অর্থ পারিতোষিকের যোগ্যা অবধারণ করিয়াছিলাম তাহা আমার বিশেষ স্মরণ হইতেছে না। তখন সক-লেই এককালে বলিয়া উঠিল যে তজ্জন্য মহাশয়ের চিন্তিত হইতে হইবে না, আমরাই তাহার হিসাব করিয়া আনিয়াছি। রামলোচন তখন অনন্যোপায় হইয়া বলিল শুন তোমরা যেরূপ নৃত্য ও গীত দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলে আমিও তদ্রূপ আপাত-শ্রুতি-মধুর বাক্য দ্বারা তোমাদিগকে পরি-তুষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হই নাই; অপর ইহা তোমাদের চিন্তা করিয়া স্মরণ করা উচিত যে আমি ঐ প্রকার সাময়িক উৎসাহ প্রদান না করিলে তোমরা কোন

ক্রমেই স্বীয় গুণের তাদৃশ পরিচয় প্রদান করিতে পারিতে না। অধিকন্তু আমি যদি তোমাদিগকে কিছু অর্থ পুরস্কার প্রদান করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিতাম তাহা হইলে অবশ্যই তাহার নিদর্শন স্বরূপ কোন প্রকার রসিদ,হিসাব,কিম্বা তমসুক প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতাম।

নর্ত্তকীগণ রামলোচনের নিকট হইতে এইরূপে বিদায় হইয়া তোমার স্বর্গীয় পিতা মহাশয়ের নিকটে আগমন পূর্ব্বক ইহার আমূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করতঃ নিজ নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিল, তখন আমাদের অনুরোধে তোমার পিতা উহাদিগকে সম্ভবমত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুরস্কার প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। রামলোচনের এইরূপ অনেক বিবরণ আমি সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছি।

সত্য। মহাশয়, প্রস্তাবিত বিবাহে আমার একান্তই অনভিপ্রায়, এক্ষণে কি উপায়ে রামলোচনের কৌশলজাল হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় তাহা অবধারণ করিয়া দিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

গোপাল। সত্য প্রসাদ, আমি বাল্যকাল হইতেই তোমাকে আন্তরিক স্নেহ করি, এমন কি ইন্দুপ্রভা হইতে তোমাকে ভিন্ন ভাবি না। বিশেষতঃ সে দিন হইতে ইন্দুর সহিত তোমার বিবাহ দিবার জন্য তোমার পিতার নিকট অঙ্গীকারে আবদ্ধ হই, সেই

দিন হইতেই তোমার প্রতি আমার স্নেহ যেন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

সত্য। মনে মনে অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া প্রকাশ্যে ; "মহাশয়, তবে শুভকার্য্যে বিলম্ব করা বিধিসিদ্ধ নহে।"

গোপাল। তোমার জ্যেষ্ঠ ও মাতার অনভিপ্রায়ে এ কার্য্য কি প্রকারে সম্পাদিত হইবে ?

সত্য। সে জন্য আর চিন্তা কি ? দাদাবাবুকে সংবাদ দিয়া দুই তিন দিনের মধ্যে এখানে আনিতে পারিব এবং তিনি আমাদের অভিপ্রায়ানুসারে সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিবেন।

গোপাল। তোমার মাতাকে কি সংবাদ প্রেরণ করিবে না ?

সত্য। আজ্ঞে না। তাহার কারণ এই যে মাতাকে সংবাদ দিলে রামলোচনের নিকট তাহা গোপন থাকিবে না ; দাদা বাবুকে কৌশলে এখানে আনিতে পারিব।

গোপাল। তাহা হইলে অদ্য অপরাহ্নেই শুভ দিন স্থির করা যাইবে।

সত্য। তবে এক্ষণে বিদায় হইতে পারি ?

গোপাল। বেলা ১১ টা বাজে, এই স্থানেই স্নান আহার করিলে সন্তুষ্ট হই।

সত্য। তাহাই হইবে, কিন্তু বাসায় একটা সংবাদ প্রেরণ করা আবশ্যক।

গোপাল। ভাল, আমিই লোক প্রেরণ করিতেছি।

পঞ্চম অধ্যায়।

"O, two such silver currents, when they join,
Do glorify the banks that bound them in."

KING JOHN. SHAKESPEARE.

সত্যপ্রসাদের বাটী লোক প্রেরণ করিয়া গোপাল বাবু অন্দর বাটীতে গমন পূর্ব্বক সহধর্ম্মিণীকে আহ্বান করিয়া এই সুসংবাদ প্রদান করিলে তিনি সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। কয়েক বৎসর হইতে সত্যপ্রসাদের করে ইন্দুপ্রভাকে অর্পণ করিয়া সুখী হইবেন এই আশা করিতেছেন, অদ্য সেই আশা পরিপূর্ণ হওয়ায় আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। ত্বরিত পদে গৃহান্তরে গমন করিবেন, এমত সময়ে গোপাল বাবু বাধা দিয়া বলিলেন সত্য প্রসাদ অদ্য এবাটীতে আহার করিবেন। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই গোপাল বাবু বহির্বাটীতে আসিয়া পুরোহিত মহাশয়ের অপরাহ্নে আগমন জন্য লোক প্রেরণ করিলেন।

ইন্দুর শুভ বিবাহের কথা স্থির হইবে বলিয়া গোপাল বাবুর স্ত্রী এই অবকাশে পল্লীস্থ তিন চারিজন প্রাচীনা মহিলাকে নিমন্ত্রণ জন্য পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন। সহসা কোন শুভ সংবাদ পরিবার মধ্যে প্রচারিত হইলে পরিবারস্থ সকলেই এতাধিক উল্লাসিত হয় যে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যে অমনোযোগ প্রদর্শন করিতে দেখা যায়। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় পরিবারস্থ সকলেই উপস্থিত শুভ সংবাদে আনন্দিত হইলেন। ইন্দু সে সময় পাকশালায় কালাতিবাহিত করিতেছিল, সহসা সত্য প্রসাদের সহিত তাহার বিবাহ সংবাদে বিরক্ত হইল। সকলেই আনন্দিত, ইন্দু বিরক্ত, ইহার তাৎপর্য্য কি ? এ বিষয়ে পাঠকের কুতূহল জন্মিতে পারে। আমাদের বিবেচনায় ইহার এই রূপ অর্থ হইতে পারে যে ইন্দু সত্য প্রসাদকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন, সত্যপ্রসাদও বাল্যকাল হইতে ইন্দুকে প্রেমপূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেন। বঙ্গ-বালার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলে প্রকাশ্যে পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ, কিম্বা কথোপকথন ঘটে না। ইন্দুপ্রভার চিরাভিলষিত স্নেহের পাত্র সত্য প্রসাদকে লজ্জা করিতে হইবে, তাঁহার আত্মীয় স্বজনের নিকট তিরস্কৃত হইতে হইবে, এই দুর্নিবার চিন্তায় ইন্দু ব্যাকুলা। আর এই ব্যাকুলতাই ইন্দুর বিরক্তির কারণ।

বঙ্গের বিবাহপ্রণালী অনুসারে নববধূর ব্রত গুলি অতি কঠোর ব্রত সাধন করিতে হয়। ইন্দুর মানস-পটে সেই চিন্তাগুলি একে একে উদিত হইতে লাগিল, এই সমস্ত চিন্তা ক্রমানুয়ে উপস্থিত হওয়ায় পাকগৃহে ইন্দুপ্রভা নিদারুণ চিন্তায় চিন্তিত রহিল। এদিকে পল্লীস্থ নবীনা ও প্রাচীনা মহিলাগণ পরিচারিকা-মুখে এই শুভ সংবাদ শ্রবণ মাত্রেই গোপাল বাবুর ভবনে আসিয়া উপনীত হইলেন, সকলেই আনন্দিত। নবীনা রমণীগণ ইন্দুর উদ্দেশে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে পাকশালায় অন্য মনে অস্বাভাবিক চিন্তায় ইন্দুকে নিমগ্ন দর্শন করিয়া সকলেই এক কালে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কেহই ইহার নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ না হইয়া পরস্পরে মৃদুস্বরে ইহার মর্ম্ম অবধারণে ব্যতিব্যস্ত হইলেন। তখন এক জন রমণী বলিয়া উঠিলেন বোধ হয় ইন্দুর এই বিবাহে অভিলাষ নাই, আমার পিত্রালয়ের সন্নিকটে এক জন ব্রাহ্মণের কন্যার এইরূপ একটী বিবাহ সম্বন্ধ উপস্থিত হওয়ায় সেই ব্রাহ্মণকন্যাটীও এই প্রকারে অনভিপ্রায় ব্যক্ত করাতে সেই পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ ঘটনা হয় নাই। কেহ স্থির করিলেন ইন্দু বোধ হয় কোন সিনিয়ার বরের কামনা করিয়া এই সম্বন্ধের বিরোধী, কেহ বা অনুমান করিলেন সত্য-

প্রসাদকে বোধ হয় ইন্দু মনোনীত করে নাই, এই রূপ তর্ক বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত হইতেছে, এমত সময়ে এক জন চতুরা রমণী বলিয়া উঠিলেন, না গো না, তোমাদের সিদ্ধান্ত স্থির বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমার মতে ইন্দুর এখন হইতে সত্য প্রসাদকে লজ্জা করিতে হইবে বলিয়া ইন্দু অন্যমনস্ক ও চিন্তিত। প্রেমিকা রমণী যদি অভিলষিত পুরুষকে ইচ্ছানুসারে দর্শন করিতে না পায় তাহা হইলে সেই বিরহ চিন্তা করিয়া তাহার মন এইরূপ ব্যথিত হইয়া পড়ে। তখন যুবতীগণ হাসিতে হাঁসিতে পাকগৃহে প্রবেশ করিয়া ইন্দুর হস্তধারণ পূর্ব্বক গৃহান্তরে গমন করতঃ অন্য কথা প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। ইন্দুর তাহাতেও তাদৃশ উৎসাহ দর্শন না করিয়া এক জন বলিলেন, দেখ ভাই, আমি একটী পুরুষকে বাল্য কাল হইতে সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করিতাম, সর্ব্বদা একত্রে থাকিতাম, একত্রে বিদ্যাভ্যাস করিতাম, কয়েক বৎসর এই রূপে গত হইলে উক্ত পুরুষের পিতা তাঁহার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া আমার পিতার নিকট লোক প্রেরণ করিলেন, পিতা তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন শুনিয়াই আমি যেন শোকে অভিভূতা হইলাম, তিনি সেই দিন হইতে আর আমাদের বাড়ী আমার পড়া বলিয়া

দিতে আসিতেন না, আমাকে দুঃখিতা দেখিয়া মাতা তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠান তাহাতেও তিনি আসিতে চাহেন না, তখন মাতা এ বিষয় পিতাকে বলিয়া সত্বর আমাদের শুভ বিবাহ দিলেন, কিন্তু বিবাহ হইলেও কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত আমার মনে সুখোদয় হইল না, ঘটনাক্রমে পিতাকে পশ্চিম প্রদেশস্থ মুঙ্গেরে যাইতে হইল, তথায় তাঁহাকেও যাইতে অনুরোধ করিলেন, কয়েক মাস পরে তিনিও তথায় গমন করিলেন, পশ্চিম প্রদেশে স্ত্রী পুরুষে অনেক সময় দেখা হয়, তখন আমার মনে পুনরায় শান্তি স্থাপন হইল।

ইন্দু তখনও মৌন ছিলেন, এই সময় আর এক জন বলিয়া উঠিলেন, শুন ভাই, বাঙ্গালির মেয়ের বিবাহ কি অশুভজনক ব্যাপার। বিবাহ কালে বালিকাদের কত যন্ত্রনাই সহ্য করিতে হয়, আমার ভাই, বিবাহের কথা শুনা অবধি মনে যে কত বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিয়া আমি যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলাম, বিবাহ হইলেই আমি স্বাধীনতা রত্ন হারাইব, এইভয়ে আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল, বাটীর সকলেই আমার বিবাহে আনন্দিত, কিন্তু আমার মনে ক্ষণকালের জন্যও সুখ ছিল না। বিবাহ সংবাদ শ্রবণ করা অবধি আমার শান্তি দূর হইয়াছিল, মনে নানাবিধ ভাবের উদয় হইত, কত

চিন্তা কত ভাবনা আসিয়া আমার সরল অন্তঃকরণকে যেন কুটিল করিত, শ্বশুরালয়ের নিদারুণ অধীনতা, যন্ত্রণা, নিগ্রহ, ইত্যাদি ভাবিয়া আমি একেবারে শোক ও মোহে বিহ্বল হইতাম, আমার আহারে বাসনা ছিল না। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমত সময়ে এক জন প্রাচীনা স্ত্রীলোক আসিয়া ইন্দুকে সাদরে আহ্বান করিলেন, ইন্দু গমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, তোমার পিতা তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, তথায় সত্য-প্রসাদ বাবুও উপস্থিত, উভয়ে আহার করিতে বসিয়াছেন, ইন্দু মনে মনে গমনে অভিলাষী হইলেও লোকলজ্জা ভয়ে তথায় গমন করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা না করিয়া শারীরিক অসুস্থতার আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক গমনে নিরস্ত হইলেন। প্রাচীনা মহিলা এই বিবরণ গোপাল বাবুকে জ্ঞাপন করিলে তিনি আর এবিষয়ে দ্বিরুক্তি না করিয়া আহারান্তে বহির্ব্বাটী গমন করিলেন।

বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় পুরোহিত মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলে, গোপাল বাবু ইন্দুর বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে একটী শুভদিন স্থির করিতে অনুরোধ করিলেন। পুরোহিত মহাশয় যজমানের সমক্ষে শুভদিন দেখা তাদৃশ সুবিধা বোধ

না করিয়া সহসা কার্য্যান্তর ব্যপদেশে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং দ্রুত পদবিক্ষেপে নিকটস্থ এক অধ্যাপকের বাটী গমন করিয়া একটী দিন দেখিয়া পুনরায় গোপাল বাবুর সমীপস্থ হইলেন। গোপাল বাবু পুরোহিত মহাশয়ের দ্রুত গমনের হেতু অনুভব করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় দিন অবধারিত হইয়াছে। পুরোহিত মহাশয় কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে উত্তর করিলেন, দিন-স্থির আর কখন করিলাম, স্বীয় কার্য্যোদ্দেশে স্থানান্তরে গমন করিয়া তোমার কার্য্যের জন্য ত্বরিত পদে আগমন করিলাম। পথিমধ্যে কোথায় দিন স্থির করিব? পরে পঞ্জিকাখানি গ্রহণ করিয়া কিয়ৎ কাল তৎপ্রতি একাগ্র চিত্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, সহসা বলিয়া উঠিলেন, হইয়াছে, আগামী সোমবার রাত্রি ছয়দণ্ডের মধ্যে শুভ লগ্নে বিবাহ হইতে পারিবে।

গোপাল বাবু ইহা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, এত অল্প দিনের মধ্যে কি উপায়ে এই বিবাহের উদ্যোগ করিব। এই কথার উল্লেখমাত্রেই পুরোহিত মহাশয় আরক্ত লোচনে বলিয়া উঠিলেন, তোমার কন্যা, ইচ্ছা করিলে অশুভ দিবসে বিবাহ দিতে পার, এই দিন ব্যতীত অপর শুভ দিন এই মাসে পাওয়া

যাইবে না। গোপাল বাবু অগত্যা সোমবারেই বিবাহ দিবেন স্থির করিয়া সত্যপ্রসাদের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যপ্রসাদ সম্মতি দান করিলে সোমবারই বিবাহের দিন অবধারিত হইল। এই সংবাদ বাটীর মধ্যে প্রেরিত হইলেই অপার আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল এবং মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি হইতে লাগিল।

সত্যপ্রসাদ এই শুভ বিবাহের বিষয় বাটীতে প্রকাশ না হয়, এজন্য কৌশলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিপ্রসাদকে অনতিবিলম্বে চিৎপুরস্থ ভবনে আগমনের জন্য লিপি প্রেরণ করিলেন। হরিপ্রসাদ বাল্যকাল হইতেই সত্যপ্রসাদের মতানুসারে অনেক কার্য্য করিতেন, সহসা সত্যপ্রসাদের বিশেষ আহ্বানে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া চিৎপুরের ভবনে আগমন করিলেন। এ দিকে জ্যেষ্ঠের আগমনে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া সত্যপ্রসাদ সাতিশয় চিন্তিত হইলেন। এক দিবস তিনি একমাত্র সহায় ও পরামর্শদাতা আত্মীয় গোপাল বাবুর ভবনে গমন করিয়াছেন, এমত সময়ে শুনিলেন যে জ্যেষ্ঠ বাসা বাটীতে আগমন করিয়াছেন এবং তাঁহার উদ্দেশে তথায় লোক প্রেরণ করিয়াছেন। সত্যপ্রসাদ এই কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া বাসা বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং জ্যেষ্ঠের কুশল প্রশ্নাদি

জিজ্ঞাসার পর গোপনে তাঁহাকে আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। হরিপ্রসাদ বাল্যকাল হইতেই রামলোচনের কৌশল জালে জড়িভূত; সুতরাং সত্য-প্রসাদের এই ব্যবহার অতিশয় দুর্বিনীত মনে করিয়া আন্তরিক অসন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু সাহস করিয়া প্রকৃত মনোভাব কনিষ্ঠ সমীপে ব্যক্ত করিতে অসক্ত হওয়ায় মৌনাবলম্বনে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠের এরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া সত্যপ্রসাদ বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আগামী পরশ্ব সোমবার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে, অদ্য হইতেই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিলে অবশেষে লজ্জিত হইতে হইবে।

হরিপ্রসাদ নিরুত্তর।

সত্য। মহাশয় আমার প্রশ্নের ভাল মন্দ কিছুই উত্তর করিতেছেন না কেন?

হরি। ভাল, এ বিষয় মাতাঠাকুরাণীকে গোপন করিবার হেতু কি?

সত্য। রামলোচনের ভয়ে, তাঁহারা যখন অন্য পাত্রীর সহিত আমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন, তখন পত্র লিখিলে কখনই এই বিবাহে সম্মতি প্রাপ্ত হইব না, এই হেতুই এ বিষয় গোপন করিবার চেষ্টা পাইয়াছি।

হরি। ভাল, গোপাল বাবু আমাকে ঘৃণা করেন কেন?

সত্য। আপনার ইষ্টের জন্য ?

হরি। ইষ্টই হউক আর অনিষ্টই হউক, গোপাল বাবুর নিমন্ত্রণ ব্যতীত আমি তাঁহার বাটী যাইব না।

এই সময়ে হরিপ্রসাদের পূর্ব্ব বঙ্গদেশ বাসী জনৈক মোসাহেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং উভয় ভ্রাতার মনে কোন রূপ অসুখের কারণ উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া সত্যপ্রসাদকে গৃহান্তরে গমন জন্য অনুরোধ করিলেন। সরলমতি সত্য প্রসাদ তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃবন্ধু বামাচরণের আহ্বানে স্বতন্ত্র গৃহে প্রবেশ করিলেন।

বামাচরণ। ছোট বাবু মহাশয়ের শুভপরিণয় সংবাদে আমাদের বড় বাবু অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন। তবে গোপাল বাবুকে এক বার তাঁহার নিকট এ বিষয় প্রস্তাব করিলে সকল বিষয় স্থির হইয়া যায়।

সত্য। দাদা বাবুর বোধ হয় এ বিবাহে সম্মতি নাই ?

বামাচরণ। এও কি কখন হইতে পারে? আপনার বিবাহ, গোপাল বাবুর কন্যার সহিত, ইহা হইতে আর কি আনন্দ হইতে পারে? তবে আমাদের উৎসবের খরচটার একটা ব্যবস্থা করা চাই। অদ্য সকাল হইতে আমাদের নিজ ২ খরচ নাই, বড় বাবু দেওয়ানীর

নিকট খরচের টাকা চাহিয়া পান নাই, সেই জন্যই একটু মনভার হইয়াছে।

সত্য। টাকার জোগাড় করিয়াছি, সে জন্য কোন চিন্তা নাই। অন্য আপত্তি উপস্থিত না হইলে রক্ষা পাই।

বামা। অন্য আপত্তি কি হইতে পারে? ভাল, গোপাল বাবুর ওখানে লোক পাঠান না। যাউক না এক জন।

সত্য। (গোপাল বাবুকে আনাইবার জন্য এক জন পরিচারকের প্রতি আদেশ।) ভাল দাদা বাবুকে রাম লোচন এবিষয়ে কিছু বলিয়া দেন নাই?

বামা। বলিলেই বা কি হইতে পারে? রামলোচন যে এক জন মিষ্টমুখ ধাউর, তাহা আপনার দাদা মহাশয় বিলক্ষণ অবগত আছেন। সময় ২ তিনি রাম লোচনকে যে রূপ তিরস্কার করেন, আমাদের প্রতি সেরূপ বাক্য এক বার প্রয়োগ করিলে আমরা তদ্দণ্ডেই এই চাকরী পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতাম।

সত্য। কি হে, মিষ্ট মুখ ধাউর কি?

বামাচরন। হাঁ? আমাদের দেশে মিষ্টমুখ অনিষ্টকারী লোককেই মিষ্টমুখ ধাউর কহে। কেন, মহাশয়, শাস্ত্রেও কথিত আছে,

বাক্‌চৈব মধুর শ্লক্ষ্ণা হৃদি হলাহলং বিধং।
বদত্যন্যৎ করোত্যন্যাং দ্বাবেতৌ বিষমৌস্মৃতৌ॥
অন্তরে গরল মুখে মধুর বচন,
বলে এক, করে আর, বিষম দুর্জ্জন॥

সত্য। কাগজ কলম লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন, কি, “মিষ্টমুখ ধাউর।”

বামাচরণ। আজ্ঞা হাঁ।

গোপাল বাবু উপস্থিত।

সত্য। মহাশয়, দাদা বাবুর সহিত আপনার একবার দেখা সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

গোপাল। হরিপ্রসাদ এক্ষণে স্বভাবে আছেন কি?

সত্য। আজ্ঞে, এক্ষণে প্রকৃতিস্থ।

গোপাল। আহা! হরি প্রসাদকে বাল্যকালে আমি অত্যন্ত স্নেহ করিতাম, কিন্তু অধুনা তাহার চরিত্র মন্দ হওয়ায় বাস্তবিক সময়ে সময়ে দারুণ ক্ষোভ উপস্থিত হয়।

সত্য। তবে চলুন, দাদা বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি।

উভয়ে এই বলিয়া সত্যপ্রসাদের গৃহাভিমুখে গমন করিয়া হরিপ্রসাদ সমীপে উপনীত হইলেন।

হরি। মহাশয়, বাটীর সমস্ত কুশল?

গোপাল। আপাততঃ কুশল বটে, ইতিপূর্ব্বে ইন্দুর শঙ্কটাপন্ন পীড়া হইয়াছিল, ভগবানের ইচ্ছায় এক্ষণে আরোগ্য হইয়াছে।

হরি। এক্ষণে সত্যপ্রসাদের সহিত ইন্দুপ্রভার শুভ পরিণয়ে মহাশয়ের সাভিমত আছে কি?

গোপাল। তোমার স্বর্গীয় পিতাঠাকুরের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া আমি এই শুভ বিবাহে সম্মতি প্রদান করিয়াছি, ভরসা করি তোমার ইহাতে অনভিপ্রায় হইবে না, তবে রামলোচনের মতামত কতদূর হইবে জানি না।

হরি। মহাশয় রামলোচন আমাদের সমূহ অনিষ্ট করিতেছে, তাহার মতানুসারে না চলিলেও উপায়ান্তর দেখি না, অথচ সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইবার উপক্রম দেখিতেছি।

গোপাল। হরিপ্রসাদের অব্যবস্থিত চিত্তের বিষয় স্মরণ করিয়া প্রকৃত মনোভাব গোপন পূর্ব্বক প্রকাশ্যে বলিলেন, সে সকল বিষয় সময়ান্তরে আলোচনা করা হইবে, তবে আপাততঃ আমি এই বিবাহে উদ্যোগী হই।

হরি। আজ্ঞে, তাহার আর কথা কি? তবে দিনটা নিতান্ত সংক্ষেপ হইয়াছে, সত্য প্রসাদের বিবাহে একটু আমোদ প্রমোদ করিতাম তাহাই ঘটিল না।

গোপাল। তাহার আর ভাবনা কি? কলিকাতা সহরে আনন্দের অভাব নাই। (অপ্রকাশ্যে) "বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ঃ, বহ্নিপার্থিবতস্করাঃ।"

হরি। বেলা হইল, তবে আমি একবার শুভ বিবাহের কতদূর আয়োজন হইল দেখি।

গোপাল বাবু বিদায় হইলে সত্যপ্রসাদ পশ্চাৎ অনুগমন করিয়া নিম্নতলস্থ গৃহে আগমন পূর্ব্বক গোপাল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, দাদা বাবু রামলোচনের প্রতি অতিশয় বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিলেন; আপনি সে সময় একটু উৎসাহ দিলেন না কেন?

গোপাল। সে অনেক কথা, তোমার দাদার স্বভাব আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, রামলোচনের চরিত্র বিষয়ে কোন কথা বলিলে হয় ত সেই সমস্ত কথা পুনরায় রামলোচনকে বলিয়া দিতে পারে।

ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট, রুষ্ট তুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে,
অব্যবস্থিত চিত্তস্য প্রসাদোপি ভয়ঙ্করঃ।

সত্য। মহাশয়, দাদা বাবুর চরিত্র এক্ষণে অনেক সংশোধিত হইয়াছে।

গোপাল। এই অবস্থায় বহুদিন গত না হইলে বিশ্বাস হয় না। বেলা অধিক হইল, এক্ষণে বিদায় হই।

সত্যপ্রসাদ পরক্ষণে হরিপ্রসাদের গৃহে আসিলে হরিপ্রসাদ স্মিত বদনে সত্যপ্রসাদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, উপস্থিত ক্রিয়ার নিমিত্ত কত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছ।

সত্য। এত অল্প সময় মধ্যে অধিক সংগ্রহ করিতে পারি নাই। দুই সহস্র মুদ্রা মাত্র সংগ্রহ করিয়াছি।

হরি। বিরক্তি ভাবে, উহা আমার এক রাত্রির ব্যয়; যাহা হউক, আর দুই সহস্র মুদ্রা সংগ্রহের চেষ্টা কর।

সত্য। তাহা হইলে ধার করিতে হইবে।

হরি। তাহা ভাবিয়া কি করিবে? যখন মামা বাবু কর্তৃক অচিরে আমাদের সম্পত্তি ধ্বংস হইবে, তখন যতদিন সুখ সচ্ছন্দে অতিবাহিত হয় তাহাই মঙ্গল।

সত্য। গোপাল বসু বলিয়াছেন, অর্থের আবশ্যক হইলে স্বল্প সুদে মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া দিবেন।

হরি। যে উপায়েই হউক, অর্থ সংগ্রহ করা আবশ্যক।

এই পর্য্যন্ত কথোপকথন হইলে উভয়ে স্নানাহারের জন্য গৃহান্তরে গমন করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

"Those whom God hath joined together, let no man put asunder."

সত্যপ্রসাদের বিবাহ।

সোমবার প্রাতঃকালেই চিৎপুরস্থ ভবনের সকলে ব্যস্ত সমস্ত, আয়ুর্বৃদ্ধি অন্ন প্রভৃতি আবশ্যকী বিবাহোপযোগী ক্রিয়া কলাপ সামান্যতঃ নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহ দিবসে কলিকাতা এবং উপনগরবাসী আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব গণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, সকলকেই মধ্যাহ্নে আহারের অনুরোধ করা হইয়াছে, হরিপ্রসাদ ভ্রাতার বিবাহে সাতিশয় উৎসাহিত, বিবাহ উপলক্ষে প্রয়োজনীয় শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া আমন্ত্রিত অভ্যাগত জনগণকে সন্তোষ সহকারে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন, সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। ক্রমে বেলা অবসান হইল। হিন্দুদিগের বিবাহ কি চমৎকার। রাত্রিকালে যথাসময়ে শুভলগ্নে বর ও পাত্রীর পরস্পরের শুভ দর্শন ও মিলন হইবে, কন্যার পিতা কিম্বা গুরুজন সম্পর্কীয় আত্মীয় ব্যক্তি অগ্নি, পুরোহিত, এবং সমাগত আত্মীয় স্বজন সমক্ষে কন্যা সম্প্রদান করিবেন।

হরিপ্রসাদ আনন্দ উৎসবের জন্য বিস্তর ব্যয় বেস-নর আয়োজন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা সমাগমে অতি-শয় সমারোহ সহকারে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, জ্ঞাতি কুটুম্ব, এবং নানাবিধ বাদ্যকর প্রভৃতি সমভিব্যাহারে বর লইয়া গোপাল বাবুর বাটীতে যাত্রা করিলেন। এদিকে গোপাল বাবু বরযাত্রদিগকে আহ্বান জন্য স্বয়ং বাটী হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বিহিত রূপে অভ্যর্থনা করিলেন। গোপাল বাবুর আলাপ ব্যবহারে সকলেই সমধিক সন্তুষ্ট হইলেন। পরে শুভলগ্ন উপ-স্থিত হইলে গোপাল বাবু ইন্দুপ্রভাকে সত্যপ্রসাদের করে সমর্পণ করিলেন। ইন্দুর সহিত শুভলগ্নে সত্য-প্রসাদের শুভ সন্দর্শন হইল। এই বিবাহে ইন্দু তাদৃশ আহ্লাদিত হইল না। কেন, তাহা আমরাও বিশেষ রূপে অবগত হইতে পারি নাই, অনুমানে বোধ হয় যে নববধুর দুরূহ ক্লেশ এবং লজ্জাশীলতারূপ কঠোর ব্রতে কাল যাপন করিতে হইবে এবং ইচ্ছামতে প্রণয়-ভাজন সত্যপ্রসাদের সহিত কথোপকথন করিতে পা-রিবে না, এমন কি তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভেও বঞ্চিত হইতে হইবে, এই ভাবিয়া ইন্দু প্রভা নিদারুণ চিন্তায় কালক্ষেপ করিতে লাগিল। প্রতিবেশিনী সমবয়স্কা নবীনা রমণীগণ নানা প্রকার সন্তোষজনক এবং পরি-হাস বাক্যে ইন্দুর চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিল।

বিবাহ রাত্রিতে বরকে অনেক অবৈধ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, সত্যপ্রসাদও অগত্যা সে সমস্ত ভোগ করিতে বাধ্য হইলেন। হিন্দুদিগের বাসর গৃহে রাত্রি যাপন একরূপ স্ত্রীলোক পরিপূরিত কারাগৃহ বাস। অনেক কবি বাসর গৃহকে সুখপূর্ণ নন্দন ভবন সদৃশ বর্ণন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। কিন্তু বাসরগৃহের নাম উল্লেখ করিলেই পাঠকমণ্ডলীর অনেকেই বুঝিতে পারিবেন বাসরগৃহ বাস কত সুখকর। গৃহ প্রাচীনা, নবীনা; এবং বালিকাগণে পরিপূর্ণ, শয্যা নবীনা ও বালিকাগণ পরিবেষ্টিত, তন্মধ্যে নববধু ভয়ব্যাকুলিত মৃগ শাবকের ন্যায় শায়িত, অনাহারী বর যুবতীগণের বিদ্রূপ বাক্য-বাণ-বিদ্ধ। তামসিক সম্পর্কীয়া প্রাচীনা মহিলাগণ মধ্যে মধ্যে বরের কর্ণ মর্দ্দনাদি বিদ্রূপব্যঞ্জক অঙ্গ সঞ্চালন দ্বারা স্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে ব্যাপৃতা। আবার যুবতীগণ বর্ষীয়সী রমণীগণের আচরণ দৃষ্টে বরকে উত্যক্ত করাই যেন নারীজীবনের সার্থকতা বোধে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে তাঁহাকে লইয়া আমোদ আহ্লাদে রত। কোনগতিকে এই রূপে যামিনী অতিবাহিত করিতে হয়। অনেকের ভাগ্যেই এরূপ রাত্রি জাগরণ ঘটিয়া থাকে। সকলে প্রকাশ করুন বা নাই করুন আমাদের সত্যপ্রসাদের রাত্রি জাগরণের বিবরণ প্রকাশে ইতস্ততঃ করিলাম না। কোথায়

শুভ দিন শুভ তিথি শুভ নক্ষত্র শুভ ক্ষণে প্রণয়িণী নব বধুর সহিত মিষ্টালাপে রাত্রি যাপন করিবে, না কতকগুলি অপরিচিতা রমণী আসিয়া সেই অভিনব প্রেমালাপ পক্ষে নিদারুণ বিড়ম্বনা উপস্থিত করে, ইহা কি সাধারণ কষ্টের কথা? কেহ অর্দ্ধশিক্ষিত বা নিরক্ষর রমণীদিগের এই অসার অলীক আনন্দ ভোগে বাধা জন্মাইবার চেষ্টা পাইলেই সে নারী জাতির ঘোর বিদ্বেষ্টা হয়, এই ভয়ে পুরুষমাত্রেই এ সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিয়াও ঔদাসিন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বিবাহের পর রাত্রিকে কাল রাত্রি বলে, এই রাত্রি নববধুর পৃথক গৃহে বাসের ব্যবস্থা করা হয়। তৎপর রাত্রি পুষ্পশয্যা, এই রাত্রিও বাসর শয্যার রাত্রির ন্যায় অতিবাহিত হইয়া থাকে।

হরিপ্রসাদ কনিষ্ঠের বিবাহে তাদৃশ আনন্দ উপভোগ করেন নাই বলিয়া তাঁহার বন্ধু বান্ধব মধ্যে সকলেই বিরক্তি ভাব প্রকাশ করায় তিনি পুষ্পশয্যার রাত্রিতে কিঞ্চিৎ আনন্দের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

হরি। (ভৃত্যের প্রতি) বামাচরণ কোথায়? তাহাকে একবার এখানে আনিতে বল।

বামা। (উপস্থিত হইয়া) হোয়া, ছোট বাবুর

বিবাহ, অদ্য শুভ রাত্রি, সেই জন্য সমাগত ভদ্রগণের আহারাদির জন্য ব্যস্ত ছিলাম।

হরি। বামাচরণ দা, একটু জলযোগের আয়োজন কর।

বামা। হোয়া, দুই বোতল ব্রাণ্ডিল আনাইব?

হরি। আপাততঃ তাহাই আনিতে বলিয়া দেও।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে এক জন পরিচারক সমভিব্যাহারে দুই বোতল ব্রাণ্ডি লইয়া বামাচরণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হরি। শুভ কার্য্যে বিলম্বের প্রয়োজন কি? ভাল, নগেন্দ্র বাবু কোথায়?

বামা। আজ্ঞা, সকলকে সংবাদ দিয়াছি, আসিতে বিলম্ব হইবে না।

হরি। দেখ, ছোট বাবুর মদের প্রতি ভারি বিদ্বেষ, অল্প করিয়া খাইও।

বামা। আজ্ঞা, বামাচরণ শর্ম্মা কখনও মাতাল হন না।

হরি। না হে, তোমার জন্য বলিতেছি না, সকলকে সাবধান করিয়া দিও।

বামা। বামাচরণ উপস্থিত থাকিতে এখানে মাতলামি হইতে পারিবে না।

(কয়েকজন ব্যক্তির সহিত নগেন্দ্র বাবুর প্রবেশ।)

হরি। এই যে নগেন্দ্র বাবু!

নগেন্দ্র। করি কি, আপনার অনুরোধ, না আসিয়া থাকিতে পারি না।

হরি। পান পাত্র হইতে সকলকে সুরা প্রদান জন্য বামাচরণের প্রতি ভারার্পণ।

সাধারণতঃ সুরাপায়ীদিগের সধর্ম্ম এই যে প্রথমে অতি সংগোপেন সুরা পানের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় পরে গোপনে দূরে থাকুক, যাহাতে সত্বর কীর্ত্তি প্রকাশ পায়, তাহার জন্য পানানুরক্ত ব্যক্তিগণের বিহিত চেষ্টা দেখা যায়, এ সভায়ও তদ্বিপরিত আচরণ লক্ষিত হয় নাই। প্রথমে পানানুষ্ঠানে সাতিশয় সতর্কতা, ক্রমে প্রচণ্ড গোলযোগ, গীত, বাদ্য, বমন, মারামারি ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হইল; গৃহটী বিভীষিকা পরিপুরিত স্থান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

অর্দ্ধশিক্ষিত এবং ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেই সুরা পানের বহুল প্রচার দেখা যায়। ইংরাজেরা সুরা সেবন করিয়া থাকে, তাহারা রাজার জাতি, সুরাপান তাহাদের নিকট দোষ বলিয়া পরিগণিত হয় না। সুতরাং সুরাপান করা নিন্দনীয় বা ঘৃণিত কাৰ্য্য নহে এবং উহা পানে আমাদের দেহেও তাহাদের ন্যায় বীরতা, একাগ্রতা, উদ্যম, বুদ্ধিমত্ত এক কালে আসিয়া

উপস্থিত হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া অনেকে সুসভ্য ইংরাজগণের অনুকরণ করিতে যত্নবান হয়, পরে পানোন্মত্ত হইয়া জীবনান্ত পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হয়। হীনবীর্য্য, রুগ্নশরীর বঙ্গবাসীর পক্ষে মদ্য অচিরে অসহনীয় হইয়া উঠে। অনতিবিলম্বেই সুরাপায়ীর স্ত্রী পুত্র পরিবারের শোক বর্দ্ধন করিয়া অকালে কালের করাল কবলে নিপতিত হয়। সুরাপান হইতে বিরত করিতে হইলে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কৌশল ব্যতীত উহা সংঘটিত হয় না। এই কারণে সভ্য দেশ মাত্রেই নারীগণ দলবদ্ধ হইয়া পানালয় সমক্ষে সুরাপায়ীদিগকে বিবিধ প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। মহানগরী কলিকাতায়ও মুক্তি ফৌজের (salvation army) কতিপয় স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া সুরপায়ীদিগকে পানরূপ পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট আছেন।

সত্যপ্রসাদের বিবাহের কয়েক সপ্তাহ পরে হরিপ্রসাদ বাটী গমন করিয়া বিবাহের আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত একে একে সমস্তই রামলোচনকে জ্ঞাপন করিলেন। সত্যপ্রসাদের এবম্বিধ অবৈধ কার্য্যে রামলোচন মর্ম্মে পীড়িত হইলেন, তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল যে গ্রামস্থ হরিমোহন বসুর কন্যার সহিত সত্যপ্রসাদের বিবাহ দিয়া যে কোন উপায়েই হউক

সত্যপ্রসাদকে করায়ত্ত করিবেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে সত্যপ্রসাদ তাঁহার এই কৌশল জাল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল। এই ঘটনা হইতেই রামলোচনের মন সত্যপ্রসাদের অনিষ্ট চেষ্টায় স্থিরনিশ্চয় হইল।

সপ্তম অধ্যায়।

সতপ্রসাদের বিপদ।

তস্করস্য কুতো ধর্ম্মঃ দুর্জ্জনস্য কুতঃ ক্ষমা।
বেশ্যানাঞ্চ কুতঃ স্নেহঃ কুতঃ সত্যঞ্চ কামিনাম্॥

রামলোচন এক্ষণে সত্যপ্রসাদের প্রকাশ্য শত্রু; কিন্তু কি উপায়ে সত্যপ্রসাদকে বিপদ জালে জড়ীভূত করিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া নিজ ভগ্নীর সহিত এ বিষয়ের নিগূঢ় পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘটনা ক্রমে এক রাত্রির গোপন পরামর্শ প্রকাশ পাইয়াছিল।

পাঠক বোধ হয় পূর্ব্বেই রামলোচনের ভগ্নীর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দুষ্টা রমণী অপত্যস্নেহ কতদূর পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যায়, বোধ হয় তাহা পাঠকবর্গকে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত করিতে হইবে না। এমন অনেক ঘটনার বিষয় প্রত্যক্ষ করা যায় যে ভ্রষ্টানারী স্বামী, পুত্র এবং

কন্যাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরপুরুষের সহিত স্থানান্তরে গমন করে। অনেক স্থলে এরূপ কথাও শুনা যয় যে স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করিয়া নিষ্কণ্টকে স্বীয় পাশবরিপু চরিতার্থ করে। অধিক কি, নিজ স্নেহময় পুত্র কন্যার জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতেও ও ইহারা ক্ষণমাত্র চিন্তা করে না। সংসারের কি আশ্চর্য্য গতি! যে সন্তানকে দশ মাস পর্য্যন্ত বহু ক্লেশে উদরে ধারণ করে, আশৈশব যাহাকে পরম যত্ন ও স্নেহ সহকারে কত ক্লেশ সহ্য করিয়া লালন পালন করে, পরে সামান্য রিপু চরিতার্থ করিবার জন্য কুচরিত্রা স্ত্রী সেই পরম স্নেহের আধার, সকল আশা ভরসার মূল নিজ অপত্য পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে।

আপাততঃ রামলোচনের এবং তাহার ভগ্নীর সহিত গোপনে কিরূপ পরামর্শ হইতেছিল তাহাই বর্ণন করিতে চেষ্টা পাওয়া যাউক।

রাম। কি, আজ এত উদ্বিগ্ন কেন? গৃহ কর্ম্মে তাদৃশ মনোযোগ নাই, নিশ্চিন্ত ভাবে উপবেশন করিয়া থাকিবার কারণ কি?

ভগ্নী। কেন শুন নাই, বলি সত্যপ্রসাদ না কি ঐ গোপালবাবুর কন্যা ইন্দুপ্রভাকে বিবাহ করিয়াছে। আমাকে এক খানি পত্র পর্য্যন্তও লিখিল না।

রাম। এখনকার ছেলেরা আর সেকেলে মাতা-

দের প্রতি তাদৃশ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করে না। তোমরাই ছেলে২ করিয়া মর। দেখ, পরে আরো কত ঘটিবে।

ভগ্নী। ভাল, তোমাকে কোন পত্র লিখিয়াছিল ?

রাম। এইটীই তোমার ভ্রম। তোমাকে পত্র খানি পর্য্যন্ত লিখিতে পারিল না, তা আবার আমাকে লিখিবে! তোমার অনুরোধে ত আমাকে পত্র লিখিবে ? বিশেষতঃ—

ভগ্নী। বিশেষতঃ কি ?

রাম। বলি, গোপাল বাবু ত আর আমার উপর সন্তুষ্ট নহেন। তিনি সর্ব্বদাই আমার অনিষ্টের জন্য সচেষ্ট।

ভগ্নী। কি? গোপালের এত দূর দুর্ব্বুদ্ধি সে আমার উদরের সন্তানকে বশ করিবে! তুমি অদ্যই সত্যকে বাটী আসিতে পত্র লিখিয়া দেও, আমি যে গতিকেই হউক, সত্য দ্বারা ইন্দুপ্রভাকে পরিত্যাগ করাইব।

রাম। হাঁ, সে কথা গায়ে থাকুক! সত্য তোমার সেরূপ বাধ্য ছেলে নহে। তুমি যাহা ভাব সে তাহা ভাবে না। তুমি তাহাকে যেরূপ স্নেহ ভাবে পবিত্র নয়নে দর্শন কর, সে যদি তাহার শতাংশের একাংশও করিতে যত্নবান হইত, তাহা হইলে আমাব এত দূর ভাবনা হইত না।

ভগ্নী। কেন সত্য আমাকে কি ভক্তি করে না তুমি এরূপ মনে কর?

রাম। ভক্তি! সত্য আবার তোমাকে ভক্তি করে। থাক্, সে অনেক কথা। ভালই বল আর মন্দই বল, বরং হরিপ্রসাদ ক্ষণেক মা মা করিয়া থাকে।

ভগ্নী। বলি, তবে সত্য কি আমাকে অশ্রদ্ধা করে?

রাম। তাহা হইতেও অধিক?

ভগ্নী। যদি সত্য সত্যই এতদূর জানিয়াছিলে, তাহা হইলে এতদিন এ বিষয় আমাকে গোপন করা ভাল হয় নাই, সত্য আরো এই পৌষ মাসে আমার নিকট হইতে তাহার পিতার উইল চাহিয়া লইয়াছিল।

রাম। কি? সত্যকে উইল দিয়াছ?

ভগ্নী। হাঁ, আমি এমনি বাপের বেটী বটে; কেন তুমি কি আমাকে চেন না?

রাম। সে যাহা হউক, বলি উইল কত দিন পরে প্রত্যর্পণ করিয়াছিল?

ভগ্নী। যে দিন লইয়া গিয়াছিল, তাহার পর দিবসেই আমি উহা চাহিয়া লইলাম, সে উহা রাখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আমি উগ্র হইয়া উঠিলে ভয়ে ২ তৎক্ষণাৎ উহা আবার আমাকে আনিয়া দেয়।

রাম। তাহা হইলেই ভাল। বাবুর উইলখানি নষ্টের হস্তগত হইলে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইত।

ভগ্নী। ভাল, সত্যকে বাটী আসিবার জন্য পত্র লেখ না কেন।

রাম। বাটী আসিয়া কি করিবে?

ভগ্নী। তাহা পরে স্থির করা যাইবে।

রাম। তবে পত্র লিখি।

এই বলিয়া রামলোচন চিন্তাকুল চিত্তে নিজ ভবনে আসিয়া সত্যপ্রসাদকে সত্বর বাটী আসিবার জন্য ডাকযোগে পত্র প্রেরণ করিলেন। সত্যপ্রসাদকে বাটী আসিতে পত্র লেখা পর্য্যন্ত রামলোচন সর্ব্বদাই অনন্যমনা হইয়া সত্যপ্রসাদের অনিষ্ট জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক সময় দুই ভ্রাতা ভগ্নীতে এ সমস্ত বিষয় অতিশয় সতর্কতা সহকারে আলোচনা করিতেন। কয়েক দিবস পরে সত্যপ্রসাদ বাটীর পত্র প্রাপ্ত হইয়া কয়েক দিবসের জন্য এক বার বাটী গমন করা কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। বাটী গমন জন্য কর্ম্মচারিবর্গের প্রতি আবশ্যকীয় আয়োজন করিবার আদেশ প্রদান করিয়া এক বার গোপাল বাবুর সহিত দেখা সাক্ষাৎ এবং ইন্দুপ্রভার নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য গোপাল বাবুর বাটী গমন করিলেন। গোপাল বাবু

বাটী উপস্থিত না থাকায়, পূর্ব্বেই বাটীর মধ্যে ইন্দু-প্রভার সহিত সাক্ষাৎ মানসে গমন করিলেন। ইন্দু-প্রভা অনন্য মনে এক খানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, সহসা পশ্চাৎ ভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সত্য-প্রসাদকে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান দর্শনে সলজ্জভাবে গৃহান্তরে গমনের উদ্যোগ করিলে সত্যপ্রসাদ বাধা দিলেন। ইন্দুপ্রভা সরলা বালিকা। প্রস্থানে বিঘ্ন হইল দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। সত্যপ্রসাদ মৃদু স্বরে বলিলেন, অদ্য রাত্রি বাটী যাত্রা করিব; সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। ইন্দুপ্রভা বিবাহের পরে দিনমানে স্বামীর সহিত কথোপকথন করা অসভ্যতা প্রদর্শন করা হইবে বিবেচনা করিয়া, সত্যপ্রসাদ বাটী যাইবেন, কত দিনে পুনরাগমন করিবেন, কবে আবার দেখা সাক্ষাৎ হইবে, মৌনভাবে এ সমস্ত ভাবিতে লাগি-লেন। সত্য প্রসাদ ইন্দুপ্রভার মনোভাব অবগত হইয়া গৃহান্তরে গমন করিলেন। কিয়ৎ কাল প্রতীক্ষা করিলে গোপাল বাবু বাটী আগমন করিলেন। তখন সত্য প্রসাদ বাটী গমনের বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাপিত করিয়া বিদায় গ্রহণের প্রার্থনা করিলেন।

সত্যপ্রসাদের গমন সময় গোপাল বাবু কি মনে করিয়া বাটীর বাহিরে আসিয়া সত্যপ্রসাদকে বলি-লেন, রামলোচন অতিশয় ধূর্ত্ত এবং কুচক্রী, দেখিও

যেন সরল ব্যবহারে তাহার চতুরতায় এবং কুমন্ত্রণা-জালে জড়ীভূত হইয়া বিপদগ্রস্ত হইও না। প্রতিদিন আমাকে সবিশেষ বিবরণ লিখিবে এবং সত্বর যাহাতে প্রত্যাগমন করিতে পার তাহার চেষ্টা করিবে। সত্যপ্রসাদ তাহাতেই সম্মত হইয়া নিজের বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন।

নিজ ভবনে আসিয়া কর্ম্মচারীর প্রতি প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিয়া সেই রাত্রিতেই বজরায় আরোহণ করিলেন। চিৎপুর হইতে রওনা হইবার পরে চতুর্থ দিবস রাত্রি শেষে বাটী আগমন করিয়া পর দিবস প্রাতেই মাতার নিকটে উপনীত হইলেন।

বহু দিবস পরে সত্যপ্রসাদের বাড়ী আগমন সংবাদে গ্রামস্থ আবালবৃদ্ধ সকলেই সাতিশয় তৃপ্তি লাভ করিলেন। কিন্তু রামলোচন এ সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত যেন বিশেষ চিন্তাকুল হইলেন। চিন্তার কারণ পাঠক ক্রমে অবগত হইবেন। সত্যপ্রসাদ বাটী আগমন করিয়া গ্রামবাসী ধনী, নির্ধন সকলের বাটীতে এক এক বার গমন করিলেন, তাঁহারাও ক্রমানুয়ে সত্যপ্রসাদের বাটী আগমন করিতে লাগিলেন। রামলোচন এই সময়ে সত্যপ্রসাদকে বিষয়চ্যুত করিবার কোন পরামর্শ স্থির

করিতে ব্যস্ত ছিলেন। দুই তিন জন বন্ধু সহ সর্ব্বদাই এই বিষয়ের মন্ত্রণায় ব্যতিব্যস্থ থাকিতেন। পরে এই সকল মন্ত্রণা বিশ্বস্ত অনুচর দ্বারা কার্য্যে পরিণত করিবার সম্ভাবনা বলিয়া মনে করিলেন।

এক দিবস প্রাতঃকালে সত্যপ্রসাদ মাতার সমীপে উপবেশন করিয়া বিবাহের গল্প এবং ইন্দুপ্রভার সরলতার বিস্তর প্রশংসা করিতেছেন, এমত সময়ে হরিপ্রসাদ আসিয়া প্রস্তাব করিলেন যে তাহার বিষয় বৈভবের একটী বন্দোবস্ত করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, এই জন্য রামলোচনকে তাহার সমস্ত সম্পত্তির পরিদর্শক মনোনীত করিয়া এক খানি ক্ষমতা পত্রের আদর্শ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা এই সময়ে সত্যপ্রসাদকে দেখান আবশ্যক। হরিপ্রসাদের ক্ষমতা পত্র খানি সত্যপ্রসাদ পাঠ করিতে করিতে নিদারুণ ভ্রমে পতিত হইলেন। পরে সহসা বলিলেন, কি, পিতা ঠাকুর কি আমায় বঞ্চিত করিয়া সমস্ত সম্পত্তি দাদাকে উইল দ্বারা দান করিয়াছেন। ইহা কখনও হইতে পারে না। মাতা ইহা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ব্যাকুল ও বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন; কি? সত্য, কি হইয়াছে?

সত্য। দাদা বাবু এক খানি মিথ্যা ক্ষমতা পত্র প্রস্তুত করিয়াছেন।

মাতা। কিসের ক্ষমতা পত্র ?

সত্য। এই মামা বাবুকে সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাব-ধায়ক নিয়োগের নিমিত্ত ক্ষমতা পত্র লিখিয়া আনি-য়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে দাদা বাবুই যেন আমাদের সমস্ত সম্পত্তির এক মাত্র অধীশ্বর।

হরিপ্রসাদ। (বাধা দিয়া) কি? আমাদের বিষয় সম্পত্তি? আমার বল। সে বিষয়ে তোমার অধিকার কি ?

মাতা। (আশ্চর্য্য ভাবে), বলিস্ কি হরিপ্রসাদ? তোরা দুই সহোদর, উভয়েই তুল্যরূপে পিতৃবিষয়ের সম্পূর্ণ অধিকারী।

হরি। না মা, তা হইতে পারে না, তাহা হইলে পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে হইবে।

মাতা। সে কি ?

হরি। সে কি কেন, তুমি কি জান না যে সত্যপ্রসাদ বাল্যকালে ব্রাহ্ম হইয়াছিল বলিয়া স্বর্গীয় পিতা ঠাকুর মহাশয় সত্যকে ত্যজ্য পুত্র করেন।

মাতা। সে অনেক দিনের কথা, অদ্যাপি তোর মনে আছে ?

হরি। মনে নাই মা, এত দিন সত্য বালক ছিল বলিয়া কিছু বলি নাই, বাবার উইলের নকল আমার নিকট আছে।

সত্য। বাবার উইল ত মার নিকটেও আছে, তাহা দেখিলে তোমার এ সংশয় ভঞ্জন হইয়া যাইবে।

হরি। ভাল, মামা বাবুকে ডাকা যাউক।

সত্য। কেন, মামা বাবু ইহার কি করিবেন?

মাতা। তা, তাঁহাকে ডাকই না কেন?

হরি। মা, একটু বিলম্ব কর, আমি নিজেই তাঁহাকে ডাকিতেছি।

হরিপ্রসাদ ব্যস্ত ভাবে মামা বাবুকে আহ্বান করিলেন, তিনিও ডাকিবা মাত্রেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাম। সত্যপ্রসাদ, কুশলে আছ ত? শুভ বিবাহের সময় একটু সংবাদ পাইলেই চিৎপুরে গমন করিয়া আনন্দ উৎসব করিতাম, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিল না। সে যাহা হউক, ইন্দুপ্রভার সহিত যে তোমার শুভ পরিণয় হইয়াছে, ইহাতে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। আহা! ইন্দুপ্রভা বড় ভাল মেয়ে, সে আমাকে কত মান্য করে, আমিও তাহাকে আশৈশব অকৃত্রিম স্নেহ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছি। অধিকন্তু গোপাল বাবুর সহিত বাল্যকাল হইতেই বাবুর এবং আমার অতিশয় সৌহার্দ্দ আছে। এই বিবাহ অতি সুন্দর হইয়াছে। আর কিছু হউক,

আর নাই হউক, আমি এই বিবাহে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি।

সত্য। মহাশয় বাল্যকাল হইতেই আমাকে এই রূপ সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করেন সন্দেহ নাই, তবে বিবাহ উপলক্ষে সংবাদ না দেওয়ার হেতু এই, গোপাল বাবুর এই রূপ অভিলাষ ছিল যে বিনা আড়ম্বরে পরিণয় সমাধা হয়। এমন কি, মাকে পর্য্যন্ত সংবাদ দেওয়া ঘটে নাই। বিশেষ আমাদের সময় এক্ষণে তাদৃশ ভাল নহে, অনেকগুলি টাকা ঋণ হইয়াছে, এ অবস্থায় বহুল ব্যয় ব্যসন করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ করি নাই।

রাম। তোমাদের দেনা যতই হউক না কেন, গোপাল বাবু যে শুভ সংবাদ প্রেরণে অনভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই প্রধান কারণ। ভাল, গোপাল বাবু এক্ষণে কি নিরবলম্বনে আছেন, না কোন রূপ কাজ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন?

সত্য। এক্ষণে কাজ কর্ম্ম কিছুই নাই।

হরি। মামা বাবু, বাবার উইলের বিবরণ মহাশয় কিছু অবগত আছেন কি?

রাম। কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেন?

হরি। সাক্ষ্য দিতে হইবে বলিয়া।

রাম। সে আবার কি?

হরি। সত্য যখন ব্রাহ্ম হয়, সে সময় বাবা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ত্যজ্য পুত্র করেন এবং আমার নামে সমুদয় সম্পত্তির উইল করিয়া দেন।

রাম। (সচকিতে) সে কথা শুনিলে কবে? সে অনেক দিনের কথা যে! উভয়েই এক পিতার সন্তান, সহোদর ভ্রাতা, তুল্য রূপে পিতৃসম্পত্তি উপভোগ করিবে।

হরি। মা, উইলখানি বাহির কর না কেন, সব গোল চুকিয়া যাউক।

রাম। কেন, উইল বাহির করিবার আশু এমন কি আবশ্যক?

হরি। সত্যকে দেখাইবার জন্য।

হরিপ্রসাদের বিস্তর অনুরোধে মাতা বিরক্তিভাবে একটী আলমারি হইতে এক খানি বস্ত্রাচ্ছাদিত কাগজ সযতনে বাহির করিয়া রামলোচনের হস্তে প্রদান করিলেন।

রামলোচন প্রদত্ত উইল পাঠ করিতে লাগিলেন, গৃহ নিস্তব্ধ, সত্যপ্রসাদ বিস্মিত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। উইল পাঠ সমাপন হইবা মাত্রেই হরিপ্রসাদ সগর্ব্বে ব্যগ্রভাবে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মাতাও ব্যাকুলিত ভাবে গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

রামলোচন তখন বলিয়া উঠিলেন, সত্যপ্রসাদ

শুন, আমি তোমায় এই নির্জ্জনে একটী উপদেশ প্রদান করি, তুমি নিতান্ত বালক, তাই পরের কুপরামর্শ শুনিয়া তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিপ্রসাদকে আন্তরিক ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধা কর ; তুমি ভাব, হরিপ্রসাদ সুরাপায়ী ও বেশ্যাসক্ত বলিয়া তাহার বিষয় বুদ্ধি কিছুই নাই। হরি তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ, সে সহস্র পাপ কার্য্য করিলেও তোমার নিকট ভক্তি ভাজন তাহার সন্দেহ নাই। আরো দেখ, এই জগতে এমত লোক অতি বিরল যাহার চরিত্রে কোন রূপ না কোন রূপ পাপ স্পর্শ করে নাই। নিষ্পাপ মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক নিষ্পাপ দেবতা পাওয়া সুকঠিন। রিপু চরিতার্থ জনিত যে পাপ তাহা বৈষয়িক এবং সাংসারিক লোকের পক্ষে নহে, বন্য, অসভ্য এবং অশিক্ষিত অসামাজিক লোকের এবং সংসারাশ্রমত্যাগী কঠোর ব্রতাবলম্বী মুনি ঋষিগণের পক্ষে। বিষয়ী লোক মাত্রেই রিপু চরিতার্থ জন্য রাত্রিকালে প্রচ্ছন্ন ভাবে কত নীচ কার্য্যে রত থাকে, তাহা তোমার ন্যায় সুকুমারমতি বালক কিরূপে জানিতে পরিবে? দেশস্থ ধনী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক গণ্য মান্য পণ্ডিত লোকের চরিত্রের বিষয় অনুসন্ধান করিলে বিস্তর রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমরা এ সমস্ত বিলক্ষণ

রূপে পরিদর্শন করিয়াছি, তুমিও সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিলে কাল সহকারে আমার এই কথার যথার্থ্য সম্যক রূপে অবগত হইতে পারিবে। অধুনা কয়েক জন বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ধর্ম্মোপদেষ্টা মিলিত হইয়া পান নিবারণী ও সমাজসংস্কারক সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে যে সকলেরই চরিত্র নিষ্পাপ এবং নিষ্কলঙ্ক হইবে সে আশা করা বৃথা। জগতে সাংসারিক লোকের পক্ষে নির্ম্মলচরিত্র হইয়া গৃহস্থাশ্রমে বিচরণ করা অতীব দুঃসাধ্য। সুখ উপভোগ করাই জীবনের একমাত্র সার এবং চরম উদ্দেশ্য। যে উপায়েই হউক সুখভোগ করিতে পারিলেই স্বীয় জীবনকে কৃতার্থ বলিয়া বিবেচনা করা বিধেয়। সনাতন হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রেও এ সমস্ত পাতককে উপপাতক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। আমাদের গুরু ও পুরোহিত ঠাকুর মহাশয়েরাও আজীবন শাস্ত্রানুশীলন করিয়া এই সমস্ত পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ হিন্দু দেবতারাও অনেকে পান ও পরস্ত্রীগমনে রত ছিলেন এরূপ যথেষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সত্যপ্রসাদ মামা বাবুর বিস্তীর্ণ বক্তৃতায় আন্তরিক বিরক্ত হইয়া, প্রকাশ্যে বলিলেন মহাশয়, বেলা অধিক

হইল, স্নানাহারের সময় উপস্থিত, বিষেশতঃ চিৎপুরে প্রতিগমন জন্য আমাকে অদ্যই বাটী হইতে যাত্রা করিতে হইবে। তাঁহার মাতা এই সময় তথায় পুনরায় উপস্থিত হওয়াতে এই কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, অদ্যই বাটী হইতে গমনের এমন বিশেষ কি দরকার উপস্থিত হইয়াছে? বাটী আসিলে কি আর দুই দিবস এখানে বাস করিতে ইচ্ছা হয় না? আমাদের কি আর তোমাকে দেখিতে বাসনা হয় না?

সত্য। যখন সমস্ত বিষয় হইতে অপসারিত হই-বারগতিক, তখন পরান্নে প্রতিপালিত হওয়া অপেক্ষা স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা পাওয়া সর্ব্ব-তোভাবে কর্ত্তব্য।

মাতা। তবে সত্য সত্যই অদ্য যাত্রা করিবে?

সত্য। হাঁ, আহার অন্তেই বিদায় হইব।

মাতা। এ সব কি কথা (রাম বাবুকে লক্ষ করিয়া) তুমি অবাক হইলে যে। হরিকে বলিয়া বিবা-দের একটী মীমাংসা করিয়া দেও না কেন?

রাম। কাহার কথায় মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই, উহারা আমাকে এখন বুড়া রাসকেল ভাবে। কিন্তু বাবু আমার সহিত বিনা পরামর্শে কোন কার্য্যই করিতেন না, কেন, তোমার মনে নাই কি? সেবার তোমাকে বাপের

বাটী পাঠাইবার সময় কত গোলযোগ হয়, পরে আমি কত সাধ্য সাধনা করিয়া উভয়কে সুস্থির করি।

মাতা। আমাকে আবার কি উপাসনা করিতে হইয়াছিল ?

রাম। কি, মনে নাই, এক রাত্রি নয়, ক্রমাগত তিন রাত্রি ধরিয়া কত চেষ্টা করিয়া বাতিক ক্ষান্ত করি বাটীর লোকে তবে একটু বিশ্রাম লাভ করে।

মাতা। সে সব কথা এখন থাক, যাহাতে হরি একটু শান্ত হয়, তাহার চেষ্টা পাওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য।

রাম। তা সবই প্রকৃত, কিন্তু সত্য যে তোমার কাহারও বাধ্য নহে। যে গোপালের গুরু মন্ত্র কর্ণে পড়িয়াছে, তাহাতে সত্যের আশা পরিত্যাগ কর। সত্য এই সময় তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

মাতা। (মৃদু স্বরে) তোমার জন্য আমি কাহার আশা না পরিত্যাগ করিয়াছি।

রাম। সে আর অধিক কথা কি, সকলেই এরূপ করিয়া থাকে ?

মাতা। তা বটে ?

অষ্টম অধ্যায়।

"শ্যালকো গৃহনাশায়,

সর্ব্বনাশায় মাতুলঃ।"

হরি প্রসাদের সহিত কথোপকথনের পর হইতেই সত্য প্রসাদের মন অতিশয় চঞ্চল হইল। পাপ সংসারের ঘৃণিত ব্যবহার সততঃ ভীষণ অবয়ব ধারণ করিয়া তাঁহার হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হইতে লাগিল। সংসারে কতরূপ পাপ-কলুষিত চরিত্রের লোকের সহিত আলাপ পরিচয় হইয়াছে, একে একে সমস্তই মনে উদয় হইতে লাগিল। সত্যপ্রসাদ নিদারুণ মানসিক ক্লেশ অতি কষ্টে গোপন করিয়া স্নানাহার সমাপন করিলেন। আহারান্তেই পরিচারককে কলিকাতায় রওনা হইবার জন্য আবশ্যকীয় আয়োজনের আদেশ প্রদান করিয়া সায়াহ্নেই নৌকা যোগে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

হঠাৎ পশ্চিম গগনের প্রান্তদেশে এক খণ্ড কৃষ্ণ বর্ণ মেঘ দৃষ্টিগোচর হইল। দেখিতে দেখিতে মেঘ খণ্ড বায়ু বাহনে আরোহণ করিয়া ক্রমশঃ সমস্ত গগনকে ঘোর নৈশ অন্ধকারে আবৃত করিল; ক্ষণপ্রভা মধ্যে মধ্যে পথিকের দুঃখে যেন সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, তাহাকে পথ দেখাইবার ছলে বিশাল

কৃষ্ণবর্ণ গগনবক্ষে আপনার অনুপম রূপরাশি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চপলতা দর্শন করিয়া তাঁহার জন্মদাতা ঘনঘটা যেন বিরক্ত হইয়া ভীষণ রবে স্বর্গ মর্ত্ত্য স্তম্ভিত করিতে লাগিলেন। ক্ষণপ্রভা আপন সৌন্দর্য্যের জ্যোতি বিস্তারেই ব্যস্ত তাঁহার কথায় কর্ণপাত নাই, ইহা দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া ঘনঘটা ঘোর বজ্র নিনাদে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন, এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহাদেরপ্রিয় সহচর পবন দেবও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সহচর দুহিতৃ-শাসনে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রমশই দ্বিগুণ বেগে শন শন শব্দ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র বৃক্ষাবলিকে সমূলোৎপাটিত এবং বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের শাখাগুলিকে ভগ্ন, ও দরিদ্রের কুটীরের আচ্ছাদনকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিলেন।

সহজতরলা তরঙ্গিণী প্রকৃতির এই ভীষণ ভাব সন্দর্শনে ভয়বিহ্বল হইয়া আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার অতলস্পর্শ বারিরাশি বায়ুবেগে বিতাড়িত হইয়া কুল অতিক্রম করিতে উদ্যত হইল। পশুপক্ষিগণ স্ব স্ব জীবন রক্ষার জন্য ব্যাকুল, তাহারা স্ব স্ব স্থানভ্রষ্ট হইয়া কোন নিরাপদ আশ্রয়ের অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত হইল। পাঠক এই প্রলয় কালে আমাদের সত্য প্রসাদের কি ভয়া-

নক বিপদ একবার মনে ধারণা করুন। একে পাপিষ্ঠ রাম লোচনের চক্রে পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও তাহাতে বঞ্চিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার উপর আবার এই ভয়ানক বিপদে পড়িয়া জীবন সংশয়। কিন্তু এত বিপদেও সত্য প্রসাদের দৃঢ় হৃদয়কে বিচলিত করিতে পারে নাই, ঝটিকা প্রবাহ সামান্য বৃক্ষাদিকেই উৎপাটিত ও ভগ্ন করিতে সক্ষম, কিন্তু অচলমালার এক খানি প্রস্তর খণ্ডকেও বিচলিত করিতে পারে না। ঝড়ের সূচনা দেখিয়াই সত্য-প্রসাদ নাবিকগণকে যথোপযুক্ত সতর্ক হইতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং তাহারাও তাঁহার আদেশানুবর্ত্তী হইয়া নৌকাখানিকে একটী অপ্রশস্ত খাড়ির মধ্যে লইয়া গিয়া তিন চারিটী দৃঢ় রজ্জু দ্বারা তীরস্থ সুদৃঢ়২ বৃক্ষ মূলে আবদ্ধ করিল, সুতরাং তাঁহারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদে ঝটিকা যাপনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঝটিকা আরও পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় হঠাৎ তীরস্থ বৃক্ষসংবদ্ধ এক গাছি রজ্জু ছিন্ন হইয়া নৌকাখানিকে জলমগ্ন করিবার উপক্রম করিলে নাবিকাদি সকলেই আপনাপন ইষ্ট দেবতার নাম গ্রহণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। সত্য প্রসাদ তখন স্থির, গম্ভীর, অবিচলিত; তিনি নানা প্রকার আশা-

ভরশা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন, কিন্তু স্থির করিলেন যে আর কোন মতেই নৌকায় অবস্থিতি করা উচিত নহে। ঝটিকার যেরূপ গতিক দেখা যাইতেছে তাহাতে এই খালের মধ্যেও নৌকা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে, অতএব নৌকা পরিত্যাগ করিয়া তীরস্থ কোন প্রশস্ত বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে আশু মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে; তাহার পর জগদীশ্বরের যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই ঘটিবে। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি তাঁহার ভৃত্য ও নাবিকদিগকে সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া নৌকা পরিত্যাগ পুর্ব্বক তীরে উত্তীর্ণ হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। তাহারা তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ত্বরিত গতিতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বহন করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলে সত্যপ্রসাদও তাহাদের পশ্চাৎ অনুগমন করিবেন, এমন সময় প্রবল ঝটিকা-বেগে বৃক্ষসংবদ্ধ রজ্জুগুলি ছিন্ন হইল। ইহা দেখিয়া সত্যপ্রসাদ যথাসাধ্য বেগে তীরাভিমুখে লম্ফ প্রদান করিলেন। কিন্তু তীরে অবতীর্ণ হইতে না পারায় জলে পতিত হইলেন এবং নৌকাখানিও তৎক্ষণাৎ বিপর্য্যস্ত হইয়া জলমগ্ন হইল।

সত্যপ্রসাদের নাবিকগণ তীরে উত্তীর্ণ হইল কিন্তু নৌকার জন্য একবারও ভাবিল না, কারণ নৌকা

মহাজনের, তাহারা আপনাপন স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত, অপরের মঙ্গল জন্য তাহাদের ভাবিবার অবকাশ ছিল না, সুতরাং সত্য প্রসাদ কোথায়, তিনি তীরে অবতীর্ণ হইতে পারিলেন কি না, তাহা তাহাদের মনে স্থান পায় নাই, কিন্তু প্রভুপরায়ণ ভৃত্য প্রভুর কথা বিস্মৃত হইতে পারিল না। সন্ধ্যা প্রায় সমাগত, সুতরাং অন্ধকার ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভৃত্য তীরে অবতীর্ণ হইয়াই সত্য প্রসাদের অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল, চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিল, এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কোন সন্ধান পাইল না। অবশেষে সে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া পুনর্ব্বার নদীতীরে গমন করিল। দেখিল নৌকাখানি সেখানে নাই, সত্য প্রসাদও নাই। সে তখন প্রভুকে হারাইয়া হাহাকার করিতে করিতে তাঁহার অন্বেষণ জন্য সেই ঝটিকার সময় নদীতীরে গমন করিয়া অতি ক্লেশে অগ্রসর হইতে লাগিল। সময়ে সময়ে প্রবল ঝটিকা বেগে পদস্খলিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতেও সে নিবৃত্ত হইল না। "জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যান্ ভার্য্যাঞ্চ বিভব ক্ষয়ে।"

এ দিকে সত্যপ্রসাদ জলে পতিত হইয়া প্রাণাশয়ে বিসর্জ্জন দিলেন, কিন্তু ইন্দুর মুখখানি মনে

পড়িল, ভাবিলেন, মরি তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু মরিবার সময় একবার ইন্দুর মুখখানি দেখিতে পাইলাম না। আহা! প্রেমের কি আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি। মরিবার সময় প্রেমের আধারকে দেখিলে মৃত্যু যন্ত্রণারও বিস্তর লাঘব হয়। এই ঘোর বিপদের সময়েও সত্য প্রসাদ আপন জীবনের জন্য চিন্তিত হন নাই, কিন্তু ইন্দুর পীড়ার কথা জানিয়াছেন, ইন্দু কেমন আছে, এই চিন্তায় তাঁহার মন কিছু ব্যাকুল হইয়াছিল। সৌভাগ্য এই যে, সত্যপ্রসাদ খাড়ির যে স্থানে পতিত হইয়াছিলেন, সে স্থানটী তাদৃশ গভীর ছিল না, এবং সত্য প্রসাদও বিশেষ সবলকায় ছিলেন। তিনি অতিক্লেশে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন যে স্থানটীতে দুই হাত মাত্র জলের গভীরতা এবং সে সময় ভাটা উপস্থিত হওয়ায় সম্মুখে ১০।১২ হস্ত মাত্র জল অতিক্রম করিতে পারিলেই তীরে উঠিতে পারা যাইবে, এই আশয়ে দ্বিগুণ সাহসে ও দ্বিগুণ বলে সত্য প্রসাদ অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন, এমন সময় "দাদা বাবু, ভয় নাই, ভয় নাই" এই কথাটী তাঁহার কর্ণগোচর হইল, এবং অনতিবিলম্বেই ভৃত্য আত্মবিপদ বিস্মৃত হইয়া জলে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক প্রভুর পার্শ্বে উপস্থিত হইল। দুই জনে পরস্পরের সাহায্য দ্বারা অতি

ক্লেশে তীরে উপনীত হইলেন, কিন্তু রাত্রি সমাগত, জগৎ যেন প্রলয় কালীন অমানিশির ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহাতে আবার তীরভূমিস্থ সুন্দর বন নানা প্রকার হিংস্র ও স্বাপদ জন্তুতে পরিপূর্ণ। তাঁহারা অতিক্লেশে নাবিকদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। অবশেষে ঝটিকাবেগ ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হইতে লাগিল, এবং জলদ মালাও গগন মার্গ হইতে ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পূর্ণচন্দ্রকে সাধারণের নয়নগোচর করিল। ধরা যেন এক স্বর্গীয় শোভায় শোভিত হইল, ঝটিকা এক কালে তিরোহিত হইয়াছে, কানন ভুমি নিস্তব্ধ, যে কানন ভুমি প্রবল বায়ুবেগে বিতাড়িত হওয়ায় নানা প্রকার জন্তুর আর্ত্তনাদে এবং বৃক্ষাদি ভঙ্গের ঘোর রবে আকুলিত ছিল, এক্ষণে সেই কানন ভুমি যেন "নির্ব্বাতনিষ্কম্পমিবপ্রদীপং।" যেন এখানে চির শান্তি বিরাজিত। এ দিকে পূর্ণ শশধরের বিমল জ্যোতিতে তরুরাজি উদ্ভাসিত হওয়ায় বোধ হইল যেন প্রকৃতি মলিন বসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভ্র বসন পরিধান করিয়াছে।

ঝটিকাবসানে সত্যপ্রসাদ ভৃত্য ও নাবিকগণের সহিত রাত্রি যাপনের উপায়োদ্ভাবনে ব্যস্ত আছেন, এমন সময় হঠাৎ দক্ষিণ দিকে বহুলোকের কোলাহল

শুনিতে পাইলেন, ও প্রজ্জ্বলিত আলোক মালা অবলোকন করিলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে জানিতেন সে স্থান ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুর আবাস স্থান, সেই জন্য তিনি তীরে অবতীর্ণ হইয়াই আপনার সমভিব্যাহারে আত্ম-রক্ষণোপযোগী তরবারি খানি ও বন্দুকটী স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। একে এক জন সমৃদ্ধিশালী জমিদারের পুত্র, তাহাতে শারীরিক বলের প্রাচুর্য্য থাকায় সত্যপ্রসাদ বাল্য কাল হইতেই তরবারি ও বন্দুক চালনায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। দক্ষিণ দিকে নিশ্চয়ই গ্রাম আছে, সে দিকে গমন করিলে অবশ্যই রাত্রি যাপনোপযোগী স্থান প্রাপ্ত হইবেন এবং গ্রামবাসীদিগকে এই বিপদের সময় যদি কিছু সাহায্য করিতে পারেন এই আশায় তিনি সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে দক্ষিণদিগাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে একটা ভীষণাকৃতি ব্যাঘ্র একটী মৃত প্রায় মনুষ্যকে ক্রোড় মধ্যে স্থাপন করিয়া বসিয়া আছে এবং অদূরে গ্রামবাসিগণ আর্ত্তনাদ ও হাহাকার করিতেছে। সত্যপ্রসাদ পুর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, তিনি ব্যাঘ্রকে দেখিবা মাত্রেই অব্যর্থ সন্ধানে বন্দুক চালনা দ্বারা তাহাকে বধ করিয়া ভয়াতুর গ্রামবাসীর প্রাণ রক্ষা করিলেন। তাঁহার সেই অসীম সাহস এবং দরিদ্রের প্রতি দয়া প্রকাশে

গ্রামবাসিমাত্রেই কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক একটী উপযুক্ত স্থানে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া সাধ্যমত অতিথিসৎকার করিল।

পর দিবস প্রাতঃকালে সত্যপ্রসাদকে অবলোকন ও তাঁহার কুশল সংবাদ জানিবার জন্য গ্রামবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে তাঁহার বাসস্থান সন্নিকটে একে একে আসিয়া উপনীত হইল। ক্রমে সত্যপ্রসাদ আত্ম পরিচয় প্রদানে বাধ্য হইলেন। আগন্তুক গ্রামবাসীর মধ্যে শুভ্র-কেশ-ধারী পলিত-চর্ম্ম সরলস্বভাব জনৈক ব্যক্তি এক মনে সত্যপ্রসাদের পরিচয় শ্রবণ করিয়া সকরুণ হৃদয়ে বাষ্পাকুলিত কণ্ঠে তাঁহার মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া গাত্র মার্জ্জনাদি দ্বারা অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় প্রদান করিল। বৃদ্ধের এই সাধু ব্যবহার দৃষ্টে সকলেই স্তব্ধ ও বিমোহিত হইল। সত্যপ্রসাদ বৃদ্ধের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সে কাতর হইয়া কহিল, মহাশয় সে অনেক কথা, আমি বাল্যকাল হইতেই আপনার পিতার অত্যন্ত বিশ্বস্ত পরিচারক ছিলাম, আপনার সঙ্গে এই যে মদন ঘোষ আছে, এ ব্যক্তি আমার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার ৫।৬ বৎসর পরে কর্ত্তা বাবুর নিকট ভৃত্য থাকে। আমার নাম ভগবান দাস। আমার বাটী মেদিনীপুর জেলায়। স্বর্গীয় কর্ত্তা বাবুর কাল হইবার

দুই মাস পরে আপনার মামা রামলোচন বাবু কোন একটী ঘৃণিত কর্ম্মের ভার আমার প্রতি অর্পণ করেন, আমি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে আপনার মাতাঠাকুরাণী আমাকে কার্য্য হইতে অবসর করেন।

সত্যপ্রসাদ। ভাল, ভগবান, মামা বাবু তোমাকে কিরূপ কর্ম্মের ভার দেন।

ভগবান। সে অনেক কথা, সকলের সম্মুখে প্রকাশ করা উচিত নহে।

সত্যপ্রসাদ। তবে চল অন্য গৃহে যাই। উভয়ে গৃহান্তরে গমন করিলে পর সত্যপ্রসাদ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন বলিতে দেরি কর কেন?

ভগবান। সে অনেক দিনের কথা, বিশেষ আমার আর এখন চাকরি করিবার আশা নাই, এখন প্রকাশ করায় কোন দোষ হইতে পারে না।

সত্যপ্রসাদ। ব্যগ্রতা সহকারে, কত দিনের কথা?

ভগবান। তবে সকল কথাই বলি শুন। তুমি তখন কলিকাতায় থাক। এক দিন রাম বাবু ডাকিয়া বলিলেন; ভগবান, তোমাকে আমি অনেক দিন হইতে এক জনা বিশ্বস্ত পরিচারক বলিয়া জানি, আবার তোমার কর্ত্রী ঠাকুরাণীও সর্ব্বদাই তোমার

প্রশংসা করিয়া থাকেন ; এক্ষণে একটী কার্য্য তোমার করিতে হইবে। ইহা শুনিলে আশু তুমি একটু বিরক্ত হইতে পার বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তুমি আমার কথার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবে। আমি বলিলাম, কি মহাশয়! রাম বাবু কহিলেন, দেখ, সত্যপ্রসাদ যৌবন কালে ব্রাহ্ম হওয়ায় স্বর্গগত কর্ত্তা বাবু এক দিন উহা শুনিয়া ক্রোধ ভরে বলিয়াছিলেন, "আমি অদ্য হইতেই সত্যপ্রসাদকে ত্যজ্য পুত্র করিব" সেই দিন হইতে তিনি তাহাকে ত্যজ্য পুত্র করিলেন ; এবং আমাকে সেই মর্ম্মে এক খানা উইল লিখিতে বলিলেন, আমিও কর্ত্তা বাবুর আদেশ মতে উইল লিখিতে বসিব, এমন সময় অন্য কোন গুরুতর কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া উহা লিখিতে পারি নাই, এবং আমার ইচ্ছাও হয় নাই। ভাবিয়াছিলাম, সত্য বড় হইলে তাহার চরিত্র ভাল হইবে এবং আমার বাধ্য থাকিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আর কি বলিব, সে তাহার পিতৃশ্রাদ্ধও দেশে না করিয়া চিৎপুরে সমাধা করিল। করিয়াছিল কিনা ধর্ম্মই জানেন, কিন্তু বলিল যে গঙ্গাতীরে পিণ্ডদান করিয়াছে। ইহাতে তোমার কর্ত্রী ঠাকুরাণী প্রভৃতি অতিশয় মনস্তাপ পাইয়াছেন। অবাধ্য হইয়া সে পদে পদে আমাদিগকে হতমান করিতেছে, সর্ব্বদাই

আমাকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করে, তুমি ত জান কর্ত্তা বাবুর আমলে আমার কত আদর, যত্ন ও ক্ষমতা ছিল, তিনি কখন আমার অমতে কোন কার্য্যই করিতেন না। এই সমস্ত কারণে তোমার কর্ত্রী ঠাকুরাণী আমাকে সেই উইলের পাণ্ডুলিপি করিতে বলেন, আমিও তাঁহার আদেশ মতে এক খানি উইল লিখিয়াছি, এবং তোমাকে তাহার সাক্ষী করিয়াছি।

ভগবান নেত্রবারি সম্বরণ করিয়া সকরুণ স্বরে বলিল, আমি সেই সময় বাধা দিয়া বলিলাম, মহাশয়, আমি প্রাচীন হইয়াছি, বিশেষতঃ আমরা মূর্খ মানুষ, সামান্য চাকর, আমাকে সাক্ষী করা ভাল হয় নাই; অধিকন্তু বাল্যকাল হইতে সত্যপ্রসাদকে আমিই লালন পালন করি, সে আমার অত্যন্ত অনুগত, আমার চাকরি থাকুক বা নাই থাকুক আমা দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে কোন কাজ করা ঘটিবে না।

রামলোচন এই কথা শুনিবা মাত্রেই ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া আমাকে অযথা গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন, আমি তখন নিরুপায়, কি করি, ভাবিলাম, কর্ত্রীর নিকট সেই সমস্ত কথা বলি; পরে তোমার মাতার নিকট যাইয়া রামলোচন বাবুর আচরণের কথা বলিলাম। আহা এমন মাতা যেন শত্রুরও ন

হয়, কোথায় তিনি ইহাতে রাগ করিবেন, না আমাকে স্পষ্ট বলিলেন, রাম বাবুর অপেক্ষা তুমি ত আর আমার হিতৈষী নও ; রাম বাবুর কথা যদি তোমার ভাল না লাগে, স্থানান্তরে গমন কর, আমার বাটীতে স্থান হইবে না। আমি তখন হতাশ হইয়া একবার ভাবিলাম, চিৎপুরে গমন করিয়া তোমাকে সকল কথা বলি, এবং মনের কষ্ট নিবারণ করি, আবার অনেক ভাবিয়া উহাতে নিরস্ত হইলাম। অবশেষে আমার দৌহিত্রের এই দোকানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল গত করিব ভাবিয়া এই স্থানেই আছি। ভাগ্যক্রমে অদ্য তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। অনেক দিনের পর যখন তোমার দেখা পাইয়াছি, অদ্য এখানে আহারাদি না করিয়া যাইতে পারিবে না।

সত্যপ্রসাদ সহসা ভগবানের বাচনিক এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া অনন্যমনে তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন, সুতরাং ভগবানের প্রশ্নের কোন উত্তর না দেওয়ায় ভগবান পুনরায় বলিল, তোমাকে অদ্য আমাদের দোকানে অবস্থিতি করিতে হইবে ; তখন সত্য প্রসাদ তথায় আহার করিতে সম্মত হইলে ভগবান সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া সাধ্যমত আহারাদির আয়োজন করিল। কিয়ৎকাল পরে সত্যপ্রসাদ

স্নানাহার সমাপনান্তে ভগবানকে চিৎপুরে গমন জন্য অনুরোধ করিলেন; ভগবান সে সময় একাকী দোকানে থাকায় স্থানান্তর গমনে অসম্মতি প্রকাশ করিল। সত্যপ্রসাদ পুনরায় ভগবানকে উল্লিখিত ঘটনা বর্ণন করিতে বলিলেন, ভগবান বলিতে আরম্ভ করিল এবং সত্যপ্রসাদ তাহা লিপিবদ্ধ করিলেন। লিপি সাঙ্গ হইলে, ভগবান বলিল, আবশ্যক হইলে আমার প্রাণ দিয়াও তোমার উপকার করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভগবান এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা সংগ্রহ করিয়া দিলে সত্যপ্রসাদ তাহাতেই চিৎপু-রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নৌকায় আসিয়া একে একে ভগবানের সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত স্মরণ করিয়া নিদারুণ মনোবেদনা পাইলেন ও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। রামলোচন যে স্বর্গীয় পিতার উইলখানি প্রস্তুত করিয়াছে এবং পিতৃ সম্পত্তি হইতে তাঁহাকে বঞ্চনা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, তাহা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল। কয়েক দিবস পরে চিৎপুরে আসিয়াই গোপাল বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাটীর বিবরণ, পথের ক্লেশ, ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ এবং রামলোচন কর্ত্তৃক কৃত্রিম উইল প্রস্তুতের বিষয় সমস্তই তাঁহাকে ক্রমানুয়ে বিজ্ঞাপিত করিলেন।

গোপাল বাবু একান্ত মনে এই সমস্ত ভয়ানক বিবরণ শ্রবণ করিয়া এক কালে বিস্মিত হইলেন। সত্যপ্রসাদ আত্ম বিবরণ শেষ করিলে উভয়েই নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া ক্ষণিক পরে গোপালবাবু সত্য-প্রসাদকে বলিলেন, "শুন সত্য, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম অদ্যাপি এই সংসারে বর্ত্তমান আছে, ঈশ্বর ইচ্ছায় এই ঘটনা হইতে তোমার কোনরূপ ভাবী অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি আমার এক জন আইনজ্ঞ মিত্র আছেন, তাঁহার সহিত আগামী কল্য এই বিষয়ের পরামর্শ করিয়া ইহার ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিব।" এই বলিয়া সত্যপ্রসাদকে শ্রমাপ-নোদন জন্য অন্তঃপুর গমনে অনুরোধ করিলেন। সত্যপ্রসাদ অন্তঃপুরে গমন করিয়া স্নানাহার অন্তে অনেক দিনের পরে অদ্য সুখে নিদ্রিত হইলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে গোপাল বাবু তাঁহার ব্যবহারাজীবী বন্ধুর বাটী গমন করিয়া এই রহস্যের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, তিনি মৃদুহাস্য করিয়া গোপাল বাবুকে অভয় প্রদান করিলেন এবং বলিলেন "মহাশয়, সকল দেশে এবং সর্ব্ব কালেই শ্যালকের বিলক্ষণ সম্মান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচ্য সভ্যজনপদে শ্যালক ও শ্যালিকার যথেষ্ট সমাদর ও প্রতিপত্তি। পুরাতন ভারতেও ধৃতরাষ্ট্র

ক্রূর কর্ম্মা কলুশহৃদয় শকুনির সমাদর করিতে ত্রুটী করিতেন না। তাঁহারই কূট মন্ত্রণায় পাশা ক্রিড়া অবসানে পাণ্ডবকুলবধূ পাঞ্চালীকে পাপাত্মা দুর্য্যোধন কুরুসভায় আনিয়া তাদৃশ অবমানিত করেন, কি আশ্চর্য্য! দেখুন, এই ঘটনা প্রত্যক্ষ এবং শ্রবণ করিয়াও কুরুরাজ বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র শ্যালকের সম্মান ও প্রাধান্য বিলোপ ভয়ে এক কালে হতচেতন ও নীরব ছিলেন। অধিক কি, রাজ শ্যালকের অমর্য্যাদা আশঙ্কায় পিতামহ ভীষণ, আচার্য্য দ্রোণ, প্রভৃতি মহারথী সকল সেই লোমহর্ষণ ব্যাপার বিলোকন করিয়াও তাহা নিবারণ বা তাহার প্রতিবিধান পক্ষে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম ছিলেন। বিরাট রাজভবনে শ্যালকবর কীচকের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। আশ্রিতা, পালিতা, সৈরিন্ধ্রীর অতীব শোচনীয় অপমান আকর্ণন করিয়াও মহাবল বিরাট ভূপতি শ্যালককে কোন প্রকারে শাসন করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে সত্যপ্রসাদকে বলিবেন যে চিৎপুরস্থ ভবন এবং তন্নিকটবর্ত্তী বিষয় সম্পত্তিতে যেন তাহার দখল থাকে।”

গোপাল বাবু বাটী আসিয়া সত্যপ্রসাদকে উহা অবগত করিলে সত্যপ্রসাদের অনেকটা আশার সঞ্চার হইল। পরে গোপাল বাবু বলিলেন, সত্য-

প্রসাদ, তোমার দাদা বাবুরই সমূহ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সে কি বুঝে না যে

"আত্মবুদ্ধিঃ শুভকরী, গুরুবুদ্ধির্বিশেষতঃ।
পরবুদ্ধির্বিনাশায়, স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী॥"

নবম অধ্যায়।

'পাত্রং বিনা যথা দানং চন্দ্রং বিনা চ শর্ব্বরী।
পুণ্যং বিনা তথা লোকঃ বাণী চ সত্যং বিনা॥'

সত্যপ্রসাদ বাটী হইতে চিৎপুরে গমন করিবার দুই দিবস পরেই রামলোচন নিশ্চিন্ত না থাকিয়া সত্যপ্রসাদের চাল চলন ও ক্রিয়াকলাপের নিগূঢ় সংবাদ পরিজ্ঞাত হইবার জন্য চিৎপুরে এক জন বিশ্বস্ত অনুচর প্রেরণ করিলেন। অনুচর চিৎপুরে আসিয়া বিস্তর অনুসন্ধানের পর গোপাল বাবুর ব্যবহারাজীবের সহিত পরামর্শ এবং তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের বিবরণ যথাযথ রূপে রামলোচনকে পত্রদ্বারা বিজ্ঞাপিত করিল।

পক্ষান্তরে সত্য প্রসাদ গোপালবাবুর পরামর্শানুসারে চিৎপুরের ভবন ও বাগান এবং তন্নিকটবর্ত্তী জমিদারির আদায় প্রভৃতি বিষয় কার্য্য স্বনামে চালাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুচর রামলোচনকে ঐ

সংবাদও যথা সময়ে বিদিত করিল। পত্র প্রাপ্তি মাত্রেই রামলোচন একেবারে অধীর হইয়া ভগ্নীর গৃহে গমন করিলেন। তথায় হরিপ্রসাদকে আহ্বান করিয়া উপস্থিত বিপদের সংবাদ বিশেষ রূপে বর্ণন করিলেন। হরিপ্রসাদও তৎসমস্ত জ্ঞাত হইয়া সাতিশয় রুষ্ট হইলেন, এবং মামা বাবুকে ইহার কর্ত্তব্য অবধারণে অনুরোধ করিলেন। মামা বাবু সে সময় হরিপ্রসাদের সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন, সুতরাং অন্তরালে থাকিয়া অলক্ষিত ভাবে সত্যপ্রসাদের অহিত চেষ্টা আর সম্ভবপর নহে, ইহা চিন্তা করিয়া স্বয়ং কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া যুক্তিসিদ্ধ সাব্যস্ত করিলেন।

হরিপ্রসাদের সহিত কথোপকথন শেষ হইলে রামলোচন অন্তঃপুর হইতে বহির্বাটী আগমন পূর্ব্বক কর্ম্মচারিবর্গকে সত্য প্রসাদের ধৃষ্টতার বিষয় গোচর করিয়া অতিশয় আক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং সেই দিবস হইতে সকল কর্ম্মচারিবর্গকেই সত্যপ্রসাদের অনিষ্ট সাধনে বদ্ধপরিকর হইতে আদেশ করিলেন। অবশেষে, সত্যপ্রসাদকে সমস্ত বিষয় বৈভব হইতে বঞ্চিত করিয়া হলধর বাবু একখানি উইল লিখিয়া অতি সংগোপনে তাঁহার বনিতার নিকট রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, রামলোচন এই

কথা প্রচার করিলেন। আবার, নিতান্ত দুঃখিত ভাবে ইহাও বলিলেন যে হরিপ্রসাদ উক্ত উইলের বলে হলধর বাবুর সমস্ত বিষয় সম্পত্তিতে দখলিকার হইয়া কয়েক মাস হইল তাঁহাকে উক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া এক দলিল লিখিয়া দিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণে নব্য সম্প্রদায়ের কর্ম্মচারিগণ, অর্থাৎ যাহারা মধ্যে মধ্যে রাত্রিকালে হরিপ্রসাদের বাগান বাটীতে গতিবিধি করিয়া সুরা সেবনাদি ঘৃণিত কার্য্যে যোগ দেয়, তাহারা সাতিশয় আমোদিত হইল এবং রাত্রিকালীন বিমল আনন্দোপভোগ জন্য ব্যস্ততা সহকারে হরিপ্রসাদের প্রমোদ ভবনাভিমুখে প্রধাবিত হইল। আহা !

পূর্ব্বং তাবদহং মূর্খো, দ্বিতীয়ঃ পাশবন্ধকঃ ;
তত্তো রাজা চ মন্ত্রী চ সর্ব্বং বৈ মূর্খ মণ্ডলম্॥

সকলে কাছারি গৃহ হইতে উঠিয়া গেলে দুই জন প্রাচীন ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী কপোল প্রদেশে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক অনন্য মনে সত্যপ্রসাদের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। সন্ধ্যা সমাগম দেখিয়া তাহারা ধীরে ধীরে বাসাভিমুখে গমন করিল।

পরদিন প্রাতেই ভারতচন্দ্র দত্ত নামক জনৈক দেওয়ান রামলোচনের নিকট হইতে বাটীর কোন বিপদের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া দুই মাসের বিদায়

প্রার্থনা করিলেন, রামলোচন অগত্যা উক্ত কর্ম্মচারীকে বিদায় দিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন, তিনিও বিদায় গ্রহণ করিয়া সেই দিবসেই বাটী যাত্রা করিলেন। অপর কর্ম্মচারি সে দিবস কাছারি না আসিয়া বিনা বিদায়েই বাটী প্রস্থান করিল।

রামলোচন ইতি মধ্যে মহকুমা হইতে দুই জন প্রধান ব্যবহারাজীবকে আনাইয়া তাহাদের পরামর্শ অনুযায়ী হরিপ্রসাদের মেনেজার রূপে দুই জন বাধ্য প্রজার নামে বাকি খাজনার দাবিতে দেওয়ানি আদালতে নালিশ উপস্থিত করিবার তদ্বির করিতে লাগিলেন। কয়েক দিবস পরেই নালিশ উত্থাপন করা হইল।

আমরা যে সময়ের বিবরণ লিখিতেছি, তৎকালে কেহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী হইতে পারেন নাই, এমন কি সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ, সুতরাং প্রধানতম আদালতের ব্যবহারাজীবের ভ্রাতা, জামাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গকে রাজকার্য্যে বিনিয়োগ করা হইত। উল্লিখিত ব্যক্তিগণও স্বীয় অদৃষ্টগুণে শাসন বা বিচার বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া রাজপ্রসাদ স্বরূপ মাসিক বৃত্তি উপভোগ করিতেন এবং স্বেচ্ছামতে রামের বিষয় শ্যামকে ডিক্রী দিতেন, কিম্বা

হরির সম্পত্তি প্যারিকে দখল দিয়া অনর্থক গৃহ বিরোধ বৃদ্ধি ও বদ্ধমূল করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। যে সকল অর্থিপ্রত্যর্থী অর্থব্যয় করিয়া উচ্চতম বিচারালয় পর্য্যন্ত গমন করিবার উপায় না থাকিত, তাহারা অগত্যা নিম্ন আদালতের বিচারের ফল উপভোগ করিত। মফস্বলের এরূপ বিচারকদিগের নিকট উপকার আনুকুল্য, উপরোধ অনুরোধ দ্বারা স্বপক্ষে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার কোন রূপ বাধা ছিল না। মাতুল রামলোচনও ইহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, এজন্য পূর্ব্ব হইতে নিজের মোকদ্দমায় এ সমস্ত চেষ্টা ও অনুষ্ঠানের কোন অংশে ত্রুটি করিলেন না। মোকদ্দমা উপস্থিত করা অবধি তিনি বিবিধ উপায়ে এবং স্বীয় অসীম চতুরতার প্রভাবে আত্ম পক্ষ সমর্থনের বিহিত চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

হরিপ্রসাদ স্বর্গগত হলধরের সমস্ত ত্যক্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী আদালতে এই কথার উল্লেখ করিয়া রামলোচন যে নালিশ উপস্থিত করিয়াছে, এরূপ সম্বাদ সত্যপ্রসাদ যথা সময়ে বিদিত হইলেন। এই অশুভ সম্বাদ জ্ঞাত হইয়াই তাহা অবিলম্বে গোপাল বাবুকে অবগত করিলেন। গোপাল বাবু এই সম্বাদে ব্যস্ত হইয়া এবং রামলোচন স্বয়ং,

কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন এই কথা শ্রবণ করিয়া আপন মিত্র ব্যবহারাজীব সমভিব্যাহারে মোকদ্দমার অবধারিত দিবসে মহকুমায় আসিয়া উপনীত হইলেন। গোপাল বাবু উকীল সহ মহকুমায় আগমন করিয়াছেন শুনিয়া রামলোচন সমধিক উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং গোপাল বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইবার ভয়ে অবধারিত দিবসে বিচারালয়ে গমন করিতে সাহসী হইলেন না। সত্যপ্রসাদের পক্ষ হইতে মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত দিনে রামলোচন কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোকদ্দমার বিরুদ্ধে একখানি লিখিত আবেদন পত্র দাখিল করা হইল, তাহার মর্ম্ম এই যে সত্যপ্রসাদ হলধর পালিতের ঔরস জাত পুত্র, সুতরাং হলধরের সমস্ত সম্পত্তিতে সত্যপ্রসাদের অর্দ্ধাংশ স্বত্ব এবং হলধর বাবুর মৃত্যুর পর হইতেই সত্যপ্রসাদের ঐরূপ ভোগ দখল সে কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। এতদ্ব্যতীত ব্যবহারাজীব ধর্ম্মাধিকরণে প্রকাশ্য ভাবে রামলোচনের চতুরতার এবং অনিষ্টকারিতার পরিচয় যথাযথ রূপে বিবৃত করিলেন। বিচারপতি এক জন সম্ভ্রান্ত বিষয়ী লোকের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আদালতে সকলের সমক্ষে এরূপ নিন্দাবাদ শ্রবণে অন্তরে একটু রুষ্ট হইয়া উকীলকে এ বিষয়ের লিখিত আবেদন উপস্থিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

উকীল তৎক্ষণাৎ অপর একখানি লিখিত আবেদন বিচারপতি সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। সমাগত উকীল এবং অন্যান্য ভদ্রলোক উকীলের এই অসম সাহসকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সকলেই নিস্তব্ধ, বিচারপতি আবেদন পত্র খানি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে প্রতিপক্ষের উকীলের নিকট এ বিষয়ের উত্তর জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রতিপক্ষীয় উকীল হলধর পালিত কর্ত্তৃক এক খানি উইল প্রস্তুতের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলেন, এবং উক্ত উইলে সত্যপ্রসাদকে ত্যজ্যপুত্র করিয়া হলধরের সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিপ্রসাদকে দানের বিষয় উল্লিখিত আছে, তাহাও বিচারপতিকে অবগত করিলেন। পরে উক্ত উইল খানি বিচারপতির সমক্ষে প্রদান করা হইল। বিজ্ঞতম বিচারপতি হরিপ্রসাদের উকীলের বক্তৃতায় মোহিত হইয়াই হউক, কিম্বা রামলোচনের চতুরতা জালে জড়ীভূত হইয়াই হউক, উইল খানি গ্রহণ করিয়া পর দিবস মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। গোপাল বাবু অগত্যা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির বিবরণ অবগত হইবার জন্য উকীল সহ সে দিবস তথায় অবস্থান করিলেন।

পর দিবস বিচারপতি ধর্ম্মাধিকরণে আগমন

করিয়াই উভয় পক্ষীয় উকীলকে সম্বাদ প্রদান করিয়া একখানি বিস্তীর্ণ রায় পাঠ করিলেন। মোকদ্দমার রায় প্রায় সম্পূর্ণ এক দিস্তা কাগজে লেখা হইয়াছিল এবং হরিপ্রসাদ যে হলধরের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তাহাই প্রতিপন্ন করিয়া রায় লেখা হইয়াছিল, রায় খানি সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া পাঠক বর্গকে উহা সম্যক্ পরিজ্ঞাত করিতে পারিলাম না। রায়ে না আছে এমত বিষয় নাই; হরিপ্রসাদের রাশি নাম, জন্ম, তিথি, নক্ষত্র, বয়স, বিবাহের ব্যয় ইত্যাদি, রামলোচন বাবুর সদ্গুণ, লোকরঞ্জনগুণ, ধার্ম্মিকতা, পরোপকারিতা, তিনি গ্রামের মধ্যে এক জন গণ্য, মান্য, বদান্য, রূপলাবণ্যসম্পন্ন লোক, ইত্যাদি পর্য্যায় ক্রমে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল; ইহা ব্যতীত হরিপ্রসাদের মাতার নাম, অপত্যস্নেহ, সাধু ব্যবহার, ধর্ম্মশীলতা, একাল পর্য্যন্ত উইল গোপন করিবার চেষ্টা, সত্যপ্রসাদের ব্রাহ্ম হওয়া, অভক্ষ্য ভক্ষণ, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বন, হিন্দুধর্ম্মে বা কুলকর্ম্মে অনাস্থা প্রদর্শন, গোপাল বাবুর কন্যার পাণিগ্রহণ, প্রভৃতি বিশেষ রূপে উল্লিখিত হইয়াছিল। কলিকাতার উচ্চতম আদালত হইতে সমাগত উকীল মহাশয় এরূপ অদ্ভুত রায় শ্রবণে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, তিনি ওকালতি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া অবধি একাল

পর্য্যন্ত এরূপ রায় শ্রবণ করেন নাই। তদ্দর্শনে বিচারালয়ের দুই এক জন বিজ্ঞ ব্যবহারাজীব মৃদু হাস্য করতঃ আদালত হইতে বাহিরে আগমন করিয়া বলিলেন, মহাশয়, এই রায় শ্রবণে আপনি আশ্চর্য্য হইলেন, ইহা বরং ভাল, ইহা হইতেও অদ্ভুত রায় মধ্যে মধ্যে প্রচারিত হয়, তাহা শ্রবণ করিলে, আরও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। রায়ের একখণ্ড নকল পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া উকীল সহ গোপাল বাবু সেই দিবসেই কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রামলোচন মোকদ্দমায় জয়লাভ সংবাদ শ্রবণ করিয়াই ভগ্নী সমীপে গমন করিয়া নানাবিধ আড়ম্বর সহ নিজের যোগ্যতা ও বিদ্যা বুদ্ধির ভূয়সী পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। হরি প্রসাদ এই শুভ সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই সেই রাত্রে বহু অর্থ ব্যয় ব্যসন করিয়া গ্রামস্থ সুরাপায়ীদিগের আনন্দ বৰ্দ্ধন দ্বারা স্বীয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিবস পরে গোপাল বাবু চিৎপুরস্থ ভবনে উপনীত হইয়া সত্যপ্রসাদকে মোকদ্দমার আমূল বৃত্তান্ত বিদিত করিয়া উচ্চতম আদালতে ইহার পুনর্বিচার প্রার্থনার আয়োজন করায় ব্যস্ত করিলেন। গোপাল বাবু নিম্ন আদালতের

বিচারে এতাদৃশ বিরক্ত হইয়াছিলেন যে নিজে ঋণ করিয়া উপস্থিত মোকদ্দমার আপীলের জন্য আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহে ব্যতিব্যস্ত হইলেন।

পক্ষান্তরে রামলোচন দুই তিন জন উকীল সহ পরামর্শ করিয়া স্বীয় চতুরতার অধিকতর পরিচয় প্রদান মানসে উইল সংক্রান্ত এক মোকদ্দমা উচ্চতম আদালতে উপস্থিত করিলেন। গোপাল বাবুও ইতি মধ্যে পূর্ব্ব মোকদ্দমার আপীল দাখিল করিলেন। উচ্চতম আদালতে উভয় মোকদ্দমার এক সময় বিচার হইবার জন্য গোপাল বাবু উকীল দ্বারা আদালতে প্রার্থনা করায় বিচারপতিও আবেদনানুরূপ বিচারে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

এই কয়েক মাস পর্য্যন্ত যত্ন, চেষ্টা, শ্রম এবং অর্থব্যয় করিয়া সত্যপ্রসাদ কয়েক জন পুরাতন, বিশ্বস্ত এবং ধর্ম্মভীরু কর্ম্মচারী ও পরিচারককে চিৎপুরে আনাইয়া গোপাল বাবুর বাটীতে তাহাদের অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ক্রমে উভয় পক্ষ হইতে বিস্তর অর্থই এই উভয় মোকদ্দমায় অপব্যয়িত হইতে লাগিল।

রামলোচনও দলবল সমভিব্যাহারে কলিকাতায় অবতীর্ণ হইয়া ভিন্ন স্থানে অবস্থান করিলেন। অবধারিত দিবসে মোকদ্দমা উত্থাপিত হইলে প্রথম,

দিবসেই রামলোচনের এজাহার গ্রহণ করা হইল। রামলোচন যতদূর সাধ্য স্বীয় চতুরতা, প্রবঞ্চনা, এবং মিথ্যা বাক্যের প্রয়োগে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। বাদীর পক্ষ হইতে উইল খানি একরূপ প্রমাণিত হইলে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ভগবান ঘোষের জবানবন্দী হইল; ভগবান ঘোষের সরল ভাষায় প্রকৃত ঘটনার বিবরণ অবগত হইয়াই বিচারপতি রামলোচনকে কৃত্রিম উইল প্রস্তুতের মূল কারণ অবধারণ করিয়া আদালতের আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত স্থানান্তর গমনের নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিলেন। তৎপরে বাটীর অপর দুই জন প্রধান কর্ম্মচারীর সাক্ষীতে রামলোচন ধর্ম্মাধিকরণে জাল উইল উপস্থিত করিয়া এক জনের স্বত্ব ধ্বংসাপরাধে বিচারপতি কর্ত্তৃক ফৌজদারিতে সোপর্দ্দ হইলেন, এবং সত্যপ্রসাদ পিতৃসম্পত্তির অর্দ্ধাংশের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হইলেন। বিচারপতি এইরূপ রায় প্রকাশ করিলে আদালতস্থ ধনী, নির্ধন প্রভৃতি সকলেই,আনন্দিত হইলেন এবং রামলোচনের ঘৃণিত চরিত্রের বিষয় সকলে অবগত হইয়া তদ্বিষয়ক আলোচনা করিতে করিতে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

রামলোচন জাল অপরাধে ফৌজদারি আদালতে বিচার জন্য প্রেরিত হইলে, দ্রুতগামী নৌকাপ্রেরণ

পূর্ব্বক গ্রাম হইতে ভগ্নী এবং হরিপ্রসাদকে কলিকাতায় আনাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কয়েক দিবস পরে বাটী হইতে হরিপ্রসাদ ও ভগ্নী কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইলে একদা জনৈক বিশ্বস্ত লোকদ্বারা সত্য প্রসাদকে জননীর সহিত সাক্ষাৎ জন্য আহ্বান করা হইল। সত্যপ্রসাদ এরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত থাকা সময়ে ভ্রাতার বাধ্য জননী সমীপে গমন করা যুক্তি-সঙ্গত কি না তদ্বিষয়ক পরামর্শ জন্য গোপাল বাবুর বাটী গমন করিলেন। গোপাল বাবু এই সংবাদ শ্রবণে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া রামলোচনের অভিনব চক্র ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন।

তিনি সত্যপ্রসাদকে বলিলেন, দেখ সত্য, জগতে যতপ্রকার অনিষ্ট উদ্ভব হয়, তাহার অধিকাংশ নষ্টা রমণীর দোষেই সংঘটিত হইয়া থাকে। নারী চরিত্রে একবার পাপস্পর্শ করিলে সাত সহস্র চেষ্টা, যত্ন, শ্রম ও অর্থব্যয় করিলেও উহা পুনরায় প্রকৃতিস্থ হয় না। স্ত্রী লোকের মন সাতিশয় চঞ্চল, হৃদয় কোমল; সর্ব্বদা যাহারা তাহাদের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিতে পারে এবং তাহাদের চিত্ত রঞ্জন করিতে পারে, ইহারা তাহাদের সমধিক বাধ্য হয়, এই জন্যই সনাতন ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রনেতারা স্ত্রীলোককে কোন স্থানে অরক্ষিত ভাবে গমনে নিষেধ

করিয়াছেন (ক)। বিশেষতঃ রামলোচনের এই সমূহ বিদপ সময়ে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য তোমার জননী সর্ব্ব প্রকার অহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না। অতএব সাবধান, জননী সন্নিধানে সকল কার্য্যেই বিশেষ সতর্ক থাকিবে, বিশেষতঃ আহারাদি সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া তথায় গমন করিলে ভাল হয়। সত্যপ্রসাদ গোপাল বাবুর নিকট এই সমস্ত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সেই দিবস সায়াহ্নে জননী সন্নিধানে গমন করিলেন।

সত্যপ্রসাদকে বাসায় আসিতে বিলম্ব দেখিয়া রামলোচন অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। কয়েক দণ্ড পরে সত্যপ্রসাদ আগমন করিলে তাঁহাকে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা প্রদর্শন করিয়া ভগ্নী সন্নিধানে উভয়ে গমন করতঃ বহুবিধ আলাপের পর গোপাল বাবুর উদার চরিতের ভুয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় চারিদণ্ড এই রূপ বাক্যালাপে অতিবাহিত হইলে জননী সত্যপ্রসাদকে সেই রাত্রি তথায় অবস্থান জন্য বিস্তর অনুরোধ করিলেন, সত্যপ্রসাদ তাহাতে কোন ক্রমেই স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে

(ক) উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থেষ্বণ্যনিকেতনে।
ন পত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রামাত্যবিবর্জ্জিতাং।

কিঞ্চিৎ জলযোগের অনুরোধ করা হইল। জল-যোগের বিবিধ অনুষ্ঠান ও আকিঞ্চন দর্শনে সত্য প্রসাদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল এবং গোপাল বাবুর উপদেশ বাক্য স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তিনি বহুবিধ আপত্তির পর জল-যোগে সম্মতি প্রদানে উপস্থিত সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন।

জলযোগের দ্রব্যাদি উপস্থিত হইল দেখিয়া সত্য-প্রসাদ খাদ্য দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিবার উপায়ে উদ্ভাবনে নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন; কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিলেন এবং জলযোগের দ্রব্যাদি হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ পূর্ব্বক সম্মুখস্থ একটী মার্জ্জারকে প্রদান করিলেন। জননী তখন গৃহান্তরে গমন করিয়া রামলোচনের সহিত কোন পরামর্শ করিতেছিলেন। মার্জ্জার সত্যপ্রসাদের প্রদত্ত খাদ্য ভক্ষণ মাত্রেই হতচেতন হইয়া সম্মুখে পতিত হইল। সত্য প্রসাদ ইত্যবসরে কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য বস্ত্রাভ্যন্তরে সংগ্রহ করিলেন। মার্জ্জারকে ক্ষীণস্বরে শব্দ করিতে শ্রবণ করিয়া জননী সহসা সেই গৃহে আগমন করিয়া পুনরায় সত্যপ্রসাদকে জলযোগের অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সত্যপ্রসাদের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ করিয়া তিনি তথা হইতে

বহির্বাটীতে আগমন করিলেন এবং অনতিবিলম্বে নিজ বাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

করায়ত্ত শিকার প্রস্থান করায় রামলোচন অত্যন্ত বিমর্ষ এবং স্বীয় অমূল্য জীবনে হতাশ হইয়া একান্ত উন্মনা হইলেন। ভগ্নী রামলোচনের এবম্বিধ অবস্থা দর্শনে একান্ত অধীরা হইয়া নানাবিধ অমিয় বচনে তাঁহার সন্তোষ উৎপাদনে চেষ্টিতা হইলেন। রামলোচন সেই ঘোর রজনীতে কোন ক্রমেই বিশ্রাম লাভ করিতে সক্ষম হইলেন না। অবশেষে নিজ জীবনের প্রতি হতাশ হইয়া জীবনান্ত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানের উপক্রম করিলেন। পরে আবার কি ভাবিয়া সে উপায়ে জীবন অন্ত করা অসম্ভব বিবেচনায় ধর্ম্মাধিকরণের বিচারের প্রতি নির্ভর করিয়া কাল হরণ করিতে সম্মত হইলেন। পর দিবস প্রভাতে গুপ্ত চর দ্বারা সত্যপ্রসাদের সম্বাদ অবগত হইবার বাসনায় জনৈক বিশ্বস্ত পরিচারককে গোপাল বাবুর ভবনে প্রেরণ করিলেন। ক্ষণিক বিলম্বে পরিচারক আসিয়া সত্যপ্রসাদের বাসায় গমন, গোপাল বাবুকে আহ্বান এবং আহার্য্য দ্রব্যের রাসায়নিক পরীক্ষা জন্য রসায়নতত্ত্ববিৎ, রাজচিকিৎসকের নিকট উহা প্রেরণ এবং তজ্জন্য তাঁহার নামে অভিযোগ করিবার প্রস্তাব ইত্যাদি সমস্ত বিবৃত

করিল। এই সকল সংবাদ শ্রবণে রামলোচন আত্ম-জীবনের আশায় হতাশ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রামলোচনকে এরূপ অধীর দর্শনে বাসার সকলেই নিতান্ত দুঃখিত হইল। কোন উপায়েই রামলোচনের ক্রন্দন নিবারিত না হওয়ায় সকলে তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল; পরে ভগ্নীর বিবিধ স্তোভ বাক্যে কিছু প্রকৃতিস্থ হইলেন; নিজের কোন মতেই রক্ষা নাই, ইহা চিন্তা করিয়া পুনরায় ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ভগ্নীকে "সত্য-প্রসাদের ও গোপাল বাবুর বাসায় গমন জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। রামলোচনের জীবন রক্ষা জন্য ভগ্নী, নিজ পুত্র এবং বৈবাহিকের নিকটে গমনোদ্যত হইলে রামলোচন কিঞ্চিৎ সুস্থির হইলেন। অনতিবিলম্বেই ভগ্নী গোপাল বাবুর বাটী গমন করিয়া সত্যপ্রসাদ এবং গোপাল বাবুকে আহ্বান করিয়া স্বকৃতাপরাধ স্বীকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। জননীর এবম্বিধ অবস্থা দর্শনে সত্য-প্রসাদের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি বিষ প্রদানজনিত অপরাধের ক্ষমা করিবেন বলিয়া জননীর নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন। জননী ইহাতে সাতিশয় সন্তুষ্টা হইয়া পুত্রকে বহুবিধ আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজ বাসায় আগমন করিলেন। জননীর প্রমু-

খাৎ এই সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া রামলোচন কিয়ৎ পরিমাণে শান্তি লাভ করিলেন।

এই ঘটনার দুই দিবস পরে মোকদ্দমার বিচারের নির্দ্ধারিত দিবস রামলোচন কলিকাতার কয়েক জন প্রধান ব্যবহারাজীবকে স্বপক্ষ সমর্থন জন্য বিনিয়োগ করিয়া জালিয়াৎ অপরাধ হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় ব্যাকুলিত মনে ধর্ম্মাধিকরণে উপনীত হইলেন। আদালত লোকে পরিপূর্ণ, বিচারপতি রামলোচনের মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়া সত্যপ্রসাদের উকীলের নিকট মোকদ্দমার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শ্রবণ করিলেন। রামলোচন কর্ত্তৃক সত্যপ্রসাদকে পিতৃ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছে, এবং এই জন্য রাম লোচনই যে এক খণ্ড কৃত্রিম উইল লিখিয়াছেন ইহার বিশেষ প্রমাণ ইতিপূর্ব্বেই আদালতে গৃহীত হইয়াছিল, অধিকন্তু হলধর বাবুর প্রধান কর্ম্মচারী ভারতচন্দ্রদত্ত দেওয়ানের সাক্ষ্যতে রামলোচনের অপরাধ বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইল। বক্তৃতাকালে রামলোচনের পক্ষীয় উকীলগণ ভারতচন্দ্রের সাক্ষ্য মিথ্যা ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তারস্বরে বহুবিধ রহস্যজনক বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত ভারতচন্দ্রের জবানবন্দী হইতে স্বপক্ষীয় কুট প্রশ্নের লিখিত উত্তর সমস্ত ভূয়োভূয়ঃ পাঠ করিয়া সে যে একজন অসচ্চরিত্র কর্ম্ম-

চারী তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু কোন উপায়েই তাহার অনৃতবাদিতা বা অসচ্চরিত্রতা প্রতিপাদিত করিতে সক্ষম হইলেন না। এতদ্ব্যতীত এক জন মুহুরির সাক্ষ্য হইতে এরূপ প্রমাণিত হইয়াছিল যে সে ব্যক্তি উইলের পাণ্ডুলিপি-খানি পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছে। এইগুলি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা বাক্য উকীল বাবু তাহা বিচারপতিকে বিশেষরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। পাঠকের পূর্ব্ব পরিচিত প্রাচীন ভগবান দাস এবং অপর চারি পাঁচ ব্যক্তির সাক্ষ্য এরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল যে রামলোচন তাহাদিগকে কৃত্রিম উইলে সাক্ষী হইতে অনুরোধ করেন, তাহারা উক্ত প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলে তাহাদিগকে কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান করেন। উকীল বাবু সমস্ত বিষয় খণ্ডন করিতে সাধ্যমতে প্রয়াস পাইলেন; এই প্রকারে বহুক্ষণ ব্যাপী দীর্ঘ বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, সত্যপ্রম্বাদের পক্ষীয় সরকারি উকীল মহাশয় রামলোচনের চরিত্রের আনুপুর্ব্বিক অবস্থা যথাযথরূপে বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন; অধিকন্তু রামলোচন কর্ত্তৃক যে কৃত্রিম উইল প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা সম্যক্ প্রকারে প্রমাণিত করিয়া নিরস্ত হইলেন। উকীল মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণেই রামলোচনের কণ্ঠ তালু

পরিশুষ্ক হইল। সে সহসা আদালতে উপবেশন করিয়া বারিপানার্থী হইলে, দর্শকমণ্ডলী মধ্যে একটী অস্ফুট ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দ উত্থিত হইল। রামলোচন সুস্থ লাভ করিলে তাঁহার পক্ষীয় উকীল পুনরায় কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করিতে সময় প্রার্থনা করিলেন, বিচারপতিও অগত্যা সেই প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। উকীল বাবু বিলক্ষণ তেজস্বীতা ও বাগ্মীতার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক সরকারী উকীল মহাশয়ের বিবৃত বক্তৃতার স্থুল মর্ম্ম খণ্ডন করিয়া রামলোচন যাহাতে লঘুদণ্ড প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য বিচারপতির দয়ার প্রার্থনা করিলেন।

সত্য ঘটনা বক্তৃতা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং উকীল মহাশয়ের কৌশলপরিপূর্ণ বাক্যাবলীতে বিচারপতির অন্তঃকরণ কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; উভয় পক্ষের বক্তৃতা শেষ হইলে তিনি রামলোচনের উদ্দেশে নিম্নলিখিত রায় প্রকাশ করিলেন। ধীরপ্রকৃতি, ন্যায়পরায়ণ, উদারমতি, নিরপেক্ষ বিচারপতি রামলোচনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—

"রামলোচন, তোমার চতুরতার বিবরণ শ্রবণে আমি একান্ত দুঃখিত হইলাম। জগতে বিষয়ী লোকে যতরূপ ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিয়া অর্থ, সামর্থ্য এবং প্রতিপত্তি লাভ করিতে চেষ্টা পায়, তুমি তাহার

সমস্ত উপায়গুলিই এতদিন পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে অনুষ্ঠান করিয়া নির্ব্বাদে ঐশ্বর্য্য উপভোগে মত্ত ছিলে, এক্ষণে নিজ পাপে অসীম বিপদাপন্ন হইয়াছ, রাজ-বিধিতে যেরূপ দণ্ড পাইবার বিধান আছে, তাহা উপ-ভোগ করিলেও সর্ব্বনিয়ন্তা জগৎ পিতার নিকট পর-কালে অবশ্যই এই মহাপাপের দণ্ড পুনরায় ভোগ করিবে। অনুতাপ দ্বারা জীবন কাল পর্য্যন্ত পাপমোচন চেষ্টা করা অতীব কর্ত্তব্য ; অনুতাপই পাপের প্রায়-শ্চিত্ত ; সত্য প্রসাদকে পিতৃ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করি-বার জন্য যে বিবিধ অবৈধ এবং পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রতিনিয়ত ব্যাপৃত ছিলে, অদ্য তাহার পরি-সমাপ্তি হইল। মোকদ্দমার অবস্থা সমূহ বিবেচনা করিয়া তোমার শাস্তির বিষয় আমি নির্দ্ধারিত করিলাম। তোমার প্রতি আদেশ হইল যে অদ্য হইতে যাবজ্জীবনের জন্য তুমি আন্দামান নামক দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইবে। তথায় নির্জ্জনে, কৃতাপরাধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবার উপযুক্ত সময় পাইবে।"

বিচারপতির আদেশ শ্রবণে দর্শকবৃন্দ নিতান্ত সন্তুষ্ট চিত্তে আদালত হইতে প্রস্থান করিলেন। রাম লোচন আদালতের দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণে মৃতপ্রায় হইলেন। শরীরে বল নাই, নিদারুণ চিন্তায় হতচেতন হইলেন। নয়নযুগল হইতে অবিরাম বারিধারা নিপতিত হইতে

লাগিল; এমন সময়ে কয়েক জন শান্তিরক্ষক আসিয়া রামলোচনের হস্তে সুদৃঢ় সুগঠিত লৌহবলয় পরাইয়া দিল। রামলোচন অবশেষে প্রহরিগণের উত্তেজনা ভোগ করিতে করিতে কারা গৃহে গমন করিলেন।

হরিপ্রসাদ মাতুলের এরূপ দুরবস্থা দর্শনে ত্বরিত পদে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া নিজের বৈষয়িক অবস্থা চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

"যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি, অধ্রুবং নষ্টমেবহি॥"

একাদশ অধ্যায়।

রামলোচন যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসিত হইলে ভগ্নী শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সংসারাশ্রমে হতাশ হইয়া তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। এক জন মাত্র কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে লইয়া বহু তীর্থ পর্য্যটনপূর্ব্বক পরিশেষে মহাতীর্থ কাশীধামে বিশ্রাম লাভ করিলেন। কয়েক বৎসর মানসিক ও শারীরিক ক্লেশ উপভোগ করিয়া জ্বর রোগে পাপ জীবনের অবশান করিলেন।

হরিপ্রসাদ নানাবিধ দুর্ভাবনায় ও মহাজনের

দেনার জ্বালায় কয়েক বৎসর মানসিক ক্লেশে কাল যাপন করিয়া ক্রমশঃ সুরার মাত্রা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই তরুণ বয়সে কাল কবলিত হইলেন। জীবনান্ত সময়ে সত্য প্রসাদকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকেই নাবালগ পুত্রের এবং বিষয় বৈভবের রক্ষক নিযুক্ত করিলেন।

রামলোচন নির্ব্বাসিত হইবার পর সত্যপ্রসাদ শত্রুশূন্য হইয়া সস্ত্রীক গৃহে গমন করিলেন। সত্য প্রসাদ বাটী আসিয়া সমস্ত বিষয় বৈভবের এক মাত্র অধীশ্বর হইয়া অবিরত শ্রম সহকারে নিজ সম্পত্তির আয় বৃদ্ধি বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। ক্রমে ক্রমে হরিপ্রসাদের ঋণগুলি পরিশোধ করিলেন। সত্য প্রসাদের বিষয় কার্য্য তত্ত্বাবধানে প্রজাবর্গ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল। কাল সহকারে সত্য প্রসাদের একটী পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল। এই বিশাল পৃথিবী মণ্ডলে মানব শুদ্ধ সুখ ভোগ জন্যই বিব্রত, ভ্রমেও কেহ দুঃখের আকাঙ্ক্ষা করে না, মনুষ্যের সুখ ভোগ কামনার ইয়ত্তা নাই, যিনি যে অবস্থায় কালযাপন করেন, তদপেক্ষা অধিকতর সুখ প্রাপ্তি বাসনা করিয়া থাকেন; কিন্তু ভগবানের কি আশ্চর্য্য ব্যবস্থা, নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ প্রায় কাহারো অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না, এই জন্য প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলিয়া

গিয়াছেন, "সুখস্যানন্তরং দুঃখং, দুঃখস্যানন্তরং সুখং। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥" অধিকাংশ স্থলে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে মানব কোন কালেই স্ব স্ব অবস্থাতে সন্তুষ্ট নহে, ইহার তাৎপর্য্য এই বোধ হয় মানবে কদাচ একাবস্থায় তৃপ্ত থাকিতে পারে না, নিয়ত অবস্থা পরিবর্ত্তন বাসনা করাই যেন মনুষ্য হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি। মানবের জীবন যে অনেকটা এরূপ পরিবর্ত্তন কামনা উদ্দীপক উপাদানে সংগঠিত, ইহাও কোন কোন দার্শনিকের মত।

স্থির, গম্ভীর ভাবে সম্পদ বা বিপদ সহ্য করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। কোন শ্রেণীর লোক সামান্য বিপদে নিদারুণ ভীত ও ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হয়েন, আবার কেহ কেহ শত সহস্র বিপদে পতিত হইয়াও ভ্রূপেক্ষ করেন না। সম্পদ কালেও কেহ কেহ দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া নানা কারণে বিপন্ন হয়েন, কেহ বা স্থৈর্য্যচ্যুত না হইয়া বিষয় উপভোগ করিয়া থাকেন। সত্যপ্রসাদ বাল্য কাল হইতেই সুনীতির অনুগামী, অতিশয় সরল, সংসারের কুটিল ব্যবহারে অসমর্থ। যৌবন কাল হইতে বহুবিধ অন্যায়াচরণ সহ্য করিয়া, সংসারে প্রকৃত ধার্ম্মিকের অনাদর এই ভাবিয়া, ইতি পূর্ব্বে তাঁহার

মনে সংসারের প্রতি যে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল, রাম লোচনের চিরনির্ব্বাসন অবলোকনে তাহা অনেক পরিমাণে অপনীত হইল। মাতার এবং ভ্রাতার দুরবস্থায় পতিত হইয়া জীবন পরিত্যাগের সংবাদে সংসারের প্রতি সমধিক যত্ন পরিবর্দ্ধিত হইল। তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে নীচ-তায় অসমর্থ সদন্তঃকরণ ব্যক্তিমাত্রকেই সংসারে অনেক সময় ক্লেশে পতিত হইতে হয়। কিন্তু এরূপ মনোকষ্টের প্রতি দৃক্‌পাত না করাই সাধু হৃদ-য়ের মহত্ত্ব। রামলোচন আজীবন ন্যায় ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া অধীন লোক মাত্রকেই নিজ স্বার্থ সাধন জন্য নিয়োজিত করিত, এই কারণেই সকলে তাহাকে চতুর বলিত। ছলে বলে কৌশলে অতি জঘন্য উপায়ে সে আপন আর্থিক উন্নতি সাধন করিয়া জনসমাজে অবৈধ রূপে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপনে সততই ব্যস্ত থাকিত। তথাপি সকলের নিকট আদরণীয় এবং প্রতিভাশালী ছিল। রামলোচনের পতন শ্রবণে তৎকালে অনেকে তাহাকে নির্ব্বোধ, কাপুরুষ, ভীরু প্রভৃতি উপাধি প্রদান করিতেছিল, অথচ রামলোচনের প্রতিপত্তি সময়ে ঐ সকল লোকেই আবার তাহার ক্রীড়া পুত্তলি স্বরূপে বহুবিধ অবৈধ কার্য্যের আয়োজনে সততঃ তৎপর থাকিত।

সত্যপ্রসাদের বাটী অবস্থান কালে গ্রাম মধ্যে ন্যায় এবং ধর্ম্মের আদর দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং গ্রামবাসী জনগণও মানসিক সুখে জীবন অতিবাহিত করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন। নীচমনা, ঘৃণিতচরিত্র, ভীরু, কাপুরুষ অথচ চতুর ও অভিজ্ঞ লোকের দ্বারা সমাজের যতদূর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, নিরক্ষর, সরলস্বভাব, উদারমতি কৃষক সম্প্রদায়ের দ্বারা সমাজের তাদৃশ বৈজ্ঞানিক উন্নতি না ঘটিলেও এরূপ অনিষ্ট সাধিত হয় না। এই জন্যই অনেকে বলিয়া থাকেন " বরং পাণ্ডিতো শত্রুঃ, ন চ মূর্খেণ মিত্রতা।" এই মহা বাক্যের এক্ষণে এরূপ পাঠ হওয়া উচিত " বরং মূর্খ শত্রুঃ, ন চ চতুরেণ মিত্রতা "। সংসারের উপকারার্থ, নিজের সুখ সচ্ছন্দতা, কিম্বা পরিবারের ভরণ পোষণ জন্য যে কোন উপায়েই হউক অর্থ সঞ্চয় যাহারা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করে, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ সেরূপ প্রকৃতির লোককে ঘৃণা করেন এবং রাজ দ্বারে তাহাদের রামলোচনের ন্যায় দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। পরকালে জগৎপিতার নিকটে তাহাদের কিরূপ দণ্ড বিধান হইয়াথাকে তাহাও সহজে বুঝা যাইতে পারে।

সম্পূর্ণ।